ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-82 ■ 28 December, 2024 ■ আগরতলা ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ১২ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তাঁর চলে যাওয়া বিরাট ক্ষতি ঃ রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

রাষ্ট্রপতি শুক্রবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, "প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং জি সেই বিরল রাজনীতিবিদদের মধ্যে একজন যিনি পড়াশোনা এবং প্রশাসনের জগতে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করেছিলেন। সরকারিভাবে তাঁর ভূমিকা ছিল বিভিন্ন রকম। তিনি ভারতীয় অর্থনীতির সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। জাতির সেবা, নিখুঁত রাজনৈতিক জীবন এবং পরম বিনয়ের জন্য তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর চলে যাওয়া আমাদের সবার জন্য এক বিরাট ক্ষতি। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্রদের অন্যতম। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ভক্তদের প্রতি।

দেশের প্রতি তাঁর অবদান অমূল্য ঃ উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংকে শুক্রবার দিল্লির ৩ মতিলাল নেহেরু রোডে তাঁর বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান সস্ত্রীক উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।

জানা গেছে, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় এবং তাঁর স্ত্রী ডঃ সুদেশ ধনখড় শুক্রবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-কে দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তাঁরা ডঃ সিং-এর পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। দেশের প্রতি তাঁর অমূল্য অবদানের কথাও উল্লেখ করেছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।

উল্লেখ্য, দিল্লির এইমস-এ প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবার রাতে এইমস-এ নিয়ে আসা হয়েছিল মনমোহন সিংকে, চিকিৎসকদের অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে প্রাণে বাঁচানো যায়নি। এইমস-এ চিকিৎসা চলাকালীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মনমোহন সিং। এইমস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, গভীর শোকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তাঁর প্রজ্ঞা ও নম্রতা সর্বদা দৃশ্যমান ঃ মোদী

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সাতটি ছবি-সহ শুক্রবার দুটি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "ভারত তার অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ডঃ মনমোহন সিং জি-এর মৃত্যুতে শোকাহত। নম্র উৎস থেকে উঠে তিনি একজন সম্মানিত অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠেন। তিনি অর্থমন্ত্রী সহ বিভিন্ন সরকারি পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, যা বছরের পর বছর ধরে আমাদের অর্থনৈতিক নীতিতে একটি শক্তিশালী ছাপ রেখে গেছে। সংসদে তাঁর হস্তক্ষেপও ছিল অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ডঃ মনমোহন সিং জি এবং আমি নিয়মিত যোগাযোগ করতাম। তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আমি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম। শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের অনেক আলোচনা হবে। তাঁর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একজন পরামর্শদাতা ও পথ প্রদর্শককে হারালাম ঃ রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.) ।। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ রাহুল গান্ধী।

এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "মনমোহন সিংজি অপার প্রজ্ঞা ও সততার সঙ্গে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর নম্রতা এবং অর্থনীতির গভীর উপলব্ধি জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আমি একজন পরামর্শদাতা এবং পথ প্রদর্শককে হারালাম।"

প্রিয়ঙ্কা গান্ধী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'রাজনীতিতে খুব কম লোকই সর্দার মনমোহন সিংজির মতো সম্মানের অনুপ্রেরণা দেয়। তাঁর সততা সবসময় আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।'

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ৫১ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। শোক প্রকাশ করেছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালের শাহ

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। ডঃ মনমোহন সিং-এর মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শুক্রবার অমিতবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, "প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর মৃত্যুর খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর থেকে শুরু করে দেশের অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ডঃ মনমোহন সিং দেশের শাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শোকের এই মুহূর্তে আমি তাঁর পরিবার ও সমর্থকদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। গুরু জি তাঁর আত্মার শান্তি দান করুন, তাঁর পরিবারের সদস্যদের এই ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দিন।"

তাঁর পান্ডিত্য এবং প্রজ্ঞা ছিল প্রশ্নাতীত ঃ মমতা

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। ডঃ মনমোহন সিং-এর প্রয়াণে শোক জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা শুক্রবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, "আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং জির আকস্মিক মৃত্যুতে গভীরভাবে স্তম্ভিত এবং দুঃখিত।

আমি তাঁর সাথে কাজ করেছি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি।

তাঁর পাণ্ডিত্য এবং প্রজ্ঞা ছিল প্রশ্নাতীত, এবং দেশে তিনি যে আর্থিক সংস্কারের সূচনা করেছিলেন তার গভীরতা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

দেশ তার নেতৃত্ব হারাবে, আমি তাঁর স্নেহ থকে বঞ্চিত হব। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও অনুগামীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল।

আজ মনমোহনের শেষকৃত্য

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.) ।। শনিবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের। রাত ১ টার দিকে তাঁর পার্থিব শরীর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস) থেকে দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ৫১ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধায়, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। এদিন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে ৭ দিনের রাষ্ট্রীয় শোকের ঘোষণা করা হয়েছে। কংগ্রেসের তরফেও যাবতীয় কর্মসূচি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মনমোহন সিং-এর পার্থিব শরীর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস) থেকে রাত ১ টার দিকে দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মরদেহ শনিবার সকাল ৮টায় কংগ্রেস সদর দফতরে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে সাধারণ মানুষ এবং কংগ্রেস কর্মীরা সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন। তারপর কংগ্রেস সদর দফতর থেকে তাঁর শেষ যাত্রা শুরু হবে। এই বিষয়ে জানিয়েছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেনুগোপাল। তিনি বলেন, মনমোহন সিংকে শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫টায় দিল্লিতে কংগ্রেস সদর দফতরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হবে।

উল্লেখ্য, দিল্লির এইমস-এ প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। চিকিৎসার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

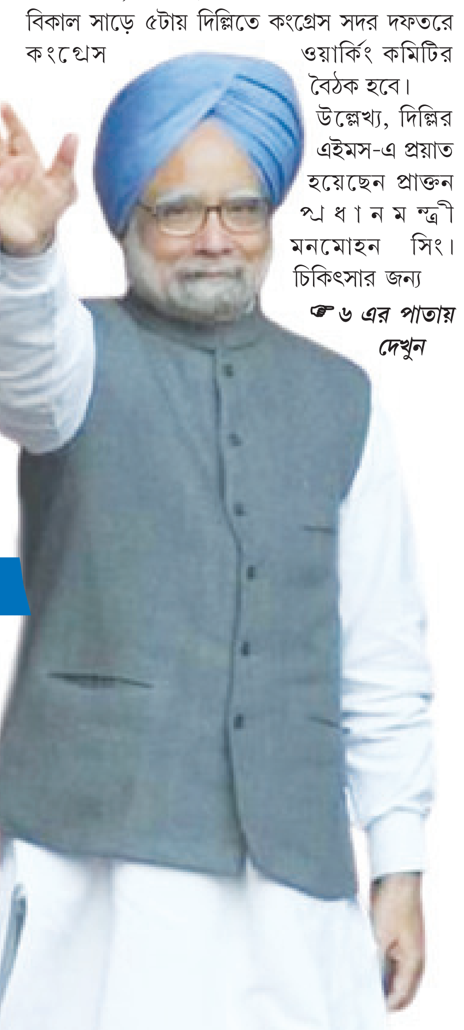

প্রয়াত ড: মনমোহন সিংহ

১ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যেও রাষ্ট্রীয় শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড: মনমোহন সিংহ বৃহস্পতিবার রাতে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে আগামী ১ জানুয়ারি পর্যন্ত ত্রিপুরায় রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। জাতীয় পতাকা অর্ধ নর্মিত থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর প্রয়াণে সাতদিনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নানাহ সমস্যায় জর্জরিত বড়মুড়ার পর্যটন কেন্দ্রটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ।। বড়মুড়ায় প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা পর্যটন কেন্দ্রটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। প্রকৃতির আকর্ষনে সেখানে গিয়ে হতাশাগ্রস্থ হচ্ছেন। অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। রাজ্যের বর্তমান সরকার বরাবর দাবি করে পর্যটন মানচিত্রের বিকাশে সরকার আন্তরিক। পাশাপাশি এই সময়ের মধ্যে পর্যটন দারুণভাবে সাধারণ মানুষকে যে আকৃষ্ট করে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

তবে কিছু কিছু জায়গায় পর্যটন ক্ষেত্র সমূহের জরাজীর্ণ অবস্থা বা সরকারের সঠিক ব্যবস্থার অভাবে ধুকতে থাকা বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্র গুলো পর্যটন সম্পর্কিত সরকারের ভাবনার দিকে আঙ্গুল তুলে। এরকমই এক ছবি তেলিয়ামুড়া মহকুমার হাতাই কতর বা অধুনা বড় মুড়া ইকো পার্কের। গোটা রাজ্যের পর্যটকদের আকৃষ্ট করার যথেষ্ট রসদ বা ভৌগোলিক পরিমণ্ডল থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে রীতিমতো জরাজীর্ণ অবস্থায় এই পর্যটন ক্ষেত্র।

বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত পর্যটক বা প্রকৃতি প্রেমীদের বক্তব্য হচ্ছে গোটা পার্কের ভেতরেই শুধুমাত্র কঙ্কালসার চেহারা, পার্কের ভেতরে বাচ্চাদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী সরকারি কোষাগারের লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে বসানো হলেও শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় দেখভালের অভাবে বর্তমানে এগুলো অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে, এমনটাই বক্তব্য সংশ্লিষ্ট পার্কে যারা যাচ্ছেন তাদের একাংশের। সরকারের বিভিন্ন স্তরের দাবি অনুযায়ী সাধারণ মানুষরা হাতাই কতর ইকো পার্কে গিয়ে পর্যটন ক্ষেত্রের এই দৈন্য দশা দেখে যে রীতিমতো হতাশ তা কিন্তু আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

দৈত্যেশ্বরী মন্দির চুড়িকান্ডে ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। দৈত্যেশ্বরী মায়ের মন্দির চুরিকাণ্ডে দুইজন কুখ্যাত চোরকে গ্রেফতার করে সাব্রুম থানার পুলিশ। তাদের কাছ মন্দিরের চুরি যাওয়া স্বর্ণালঙ্কার সহ নগদ ৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আজ সকালে পুরোহিত সাব্রুমের মাতা দৈত্যেশ্বরী কালী মন্দিরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুদিনের রাজ্য সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। আগামীকাল ত্রিপুরা সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় খাদ্য, গনবন্টন, ভোক্তা বিষয়ক এবং নবিন ও পুনর্নবিকরন শক্তি মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। দুদিনের রাজ্য সফরকালে তিনি বেশ কিছু সরকারী কার্য্যসূচীতে অংশ নেবেন।

আগামীকাল দুপুরে আগরতলায় এসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ যোশী বিকেলে আগরতলার কাছে নন্দননগরে ভারতীয় খাদ্য নিগমের (এফ সি আই) কার্য্যালয়ে যাবেন। রাজ্য সরকারের খাদ্যগুদামও তাঁর পরিদর্শনের কথা রয়েছে। পরে এফসিআই ও সি ডব্লিউ সি এর আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করবেন।এদিন সন্ধ্যায়ই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহাকরনে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহার উপস্থিতিতে খাদ্য, জন সংভরণ , উচ্চাকাঙ্খী জেলা ও পুনর্নবিকরন শক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিনা রসুন সহ বিভিন্ন দ্রব্য অবাধে প্রবেশ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

২৭ ডিসেম্বর: বিদেশিদ্রব্য বর্জন কর দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী কর।তথা কথিত রাষ্ট্রবাদী নেতাদের মুখ থেকে প্রায়ই এই ধরনের স্লোগান দিতে শোনা যায়। কিন্তু এই ধরনের স্লোগানের বাস্তব ভিত্তি একদম নেই। অর্থাৎ বাজারে তার ফলিত প্রয়োগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সীমান্ত উত্তেজনা থাকুক বা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক খা রাপ থাকুক তাতে পাচার বা নিজ্য কারীদের যায় আসে না।চোরাপথ সহ বিভিন্ন কৌ শলে চীনা দ্রব্য ত্রিপুরা সহ ভারতের বাজারে অবাধ প্রবে শ করছে। বিদেশি এই সমস্ত দ্রব্য শুধুমাত্র ভারত বর্ষের অ র্থ নীতিকে পঙ্গু করছে না দেশের মানুষকেও বিভিন্ন ভাবে পঙ্গু করে ফেলছে।

যে সমস্ত বিদেশী দ্রব্য ত্রিপুরা সহ ভার ত বর্ষের মানুষকে পঙ্গু করে চলছে তার মধ্যে অন্যতম হল চীনের রসুন।চীন দেশ থেকে সরকারি ভাবে ভারতে রসুন আমদানির কোন চুক্তি নেই বলে জানা গেছে।কিন্তূ ভার তের বাজারে দেদার চীনা রসুন আসছে। বিশেষতঃ চীনা রসুন বাংলাদেশহয়ে ভারতের বাজারে আসছে। স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক এই কথা ভেবে তৎকালীন বামফ্র ন্ট সরকার ২০১৪ সালেই আমদানি নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছিল।মোটা কোয়ার বা সাইজের চীনা রসুন সীমান্তের কাঁটাতার ডিঙিয়ে কিন্তূ এদেশে আগমন অব্যাহত রয়েছে। রাজধানী আগরত লার মহারাজ গঞ্জ বাজার থেকে ধর্মনগরের ফটিকুলি বা কৈলাশহরের পাইতুর বা জার সহ রাজ্যের বড় বড় বা জারগুলির পাইকারি দোকান থেকে শুরু করে বড় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর জন্য বিজেপি ও মথা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছে ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর জন্য বিজেপি ও তিপরা মথা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছে। বিজেপি হিন্দু-মুসলমান এবং তিপরা মথা জাতি -জনজাতিদের মধ্যে বিভেদ তৈরী করতে চাইছে। কারণ, তাঁরা বুঝে গেছে শুধু প্রতারণরা করে সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আজ ৮০ তম জনশিক্ষা দিবসে উপলক্ষ্যে আগরতলা টাউন হলে আয়োজিত সভায় বিজেপি ও তিপরা মথাকে একহাত নিয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। সাথে তিনি যোগ করেন, বিজেপি সরকার এখন দুর্নীতির আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। সকারী দফতরে ঘুষ ছাড়া এখন কাজ হয় না।

তাঁর অভিযোগ , কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। কিন্তু রাজ্যে কাজ নেই , চাকুরী নেই। বেকাররা চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে। এদিকে, হাসপাতালে চিকিতক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী এবং বিদ্যালয় শিক্ষক স্বল্পতা ভুগছে। গত ৭ বছরে বিজেপি রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করেনি কিন্তু রাজ্যে জাতি উপজাতিদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। ত্রিপুরারা শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে। তাঁদের এই পরিকল্পনায় জয়ী হতে দেওয়া যাবে না। আরো অভিযোগ, রাজ্যের যুবক যুবতীরা চাকুরী থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কারণ, টাকার বিনিময়ে বিজেপি চাকুরী বিলি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খাদ্য গুদামে কর্মরত অস্থায়ী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ।। সরকারি খাদ্য গুদামে কর্মরত অস্থায়ী শ্রমিকদের নিয়মিতকরন হ মজুরি বৃদ্ধির জোরালো দাবি জানিয়েছে শ্রমিকরা। সরকারি খাদ্য গুদামে মাল উঠানামার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি দাবি জানিয়েছে খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর কাছে।

তারা অভিযোগ করে জানায় প্রতি মাসে যেসব বন্ধ থাকে সেই সব বন্ধের দিনগুলিতে তারা কোন মজুরি পায় না। তাদেরকে নিয়মিত করার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই তারা দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু তাদের নিয়মিত করা হচ্ছে না। শুক্রবার অরুন্ধতিনগরস্থিত কেন্দ্রীয় খাদ্য গুদাম তথা পিডিএস সাপ্লাইয়ের শ্রমিকরা এই দাবিগুলো তুলে ধরেন।

তারা জানিয়েছেন, আমাদের দাবি গুলি যুক্তিসঙ্গত, এসব দাবিগুলো পূরণ হলে আমরা ঠিকঠাকভাবে পরিবারের লোকজনদের প্রতিপালন চালিয়ে যেতে পারবো। বিষয়গুলো মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিবেচনা করার জন্য তারা রাজ্য সরকার এবং খাদ্য ও জনসংভরন দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ ইং
১২ পৌষ, শনিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সমান অধিকার কাম্য

নারী শিক্ষার উন্নতি হইলে, বা মেয়েদের কর্মসংস্থান হইলে, এ দেশে নারী নির্যাতন কমিবে, এ কথা হলফ করিয়া বলিবার সাহসও এখন আর নাই।নারী নির্যাতনের অর্ধেকও যদি নথিবদ্ধ হয়, সে সংখ্যাও বিস্ময়কর। এই শারীরিক, মানসিক অত্যাচার বা যৌন নির্যাতন কোভিডের পর আরও অনেক বাড়িয়াছে। এ ছাড়া পথঘাটের অপমান, অত্যাচার, খুনখারাপি, পণের জন্য পৈশাচিকতা ইত্যাদি তো আছেই।১৪৬টি দেশের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্যের বিশ্বতালিকায় ভারত এখন ১৩৫ নম্বরে। ২০২১ থেকে নাকি ২০২২-এ খানিক উন্নতি হইয়াছে, তবে তাহা এতই সূক্ষ্ম যে, দশমিকেরও দু'ঘর পিছনে লজ্জায় লুকাইয়া থাকে। আর তালিকার বাইরে পড়িয়া থাকে সেই অগুনতি 'ছোটখাটো' নির্যাতন, বহু যুগের 'অভ্যাস' যাহাদের 'স্বাভাবিক' বানাইয়া ছাড়িয়াছে। অধিকাংশ পরিবারেই মাছের বড় টুকরো, ফল বা দুধের ভাগ, গাড়ির সামনের আসন, এমনকি শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ পর্যন্ত প্রথমে পুরুষেরই প্রাপ্য।নারী নির্যাতনের প্রতিকার কোথায়? 'দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি'তে? আদালতে 'গার্হস্থ হিংসা'র কেস অমীমাংসিত ঝুলিতেছে ৪ লক্ষের বেশি। ধর্ষক জামিন পাইয়া বাইরে বাহির হইয়া একই নারীকে পুনর্বার ধর্ষণ করিয়াছে, তাহাকে বা তাহার আত্মীয়-পরিজনকে খুন করিয়াছে। ২০২০ সালে ভারতে ধর্ষকদের সাজা হইয়াছে মাত্র ২৭ শতাংশ। পরের বছর 'গার্হস্থ হিংসা'য় অভিযুক্তদের শাস্তি হইয়াছে মাত্র ২৪ শতাংশ। অভিযোগ জানাইতেই পারেনি, এমন দুর্ভাগার সংখ্যা তো গুনিয়া শেষ করা যাইবে না। ভারতে ১০০ জনে ৩০ জনের বেশি নারী আজও নিরক্ষর। বিভিন্ন 'শ্রী'যুক্ত প্রকল্পের আকর্ষণে মেয়েরা হয়তো স্কুলে ভর্তি হইতেছে, কিন্তু মাত্র ৪১ শতাংশ ছাত্রীই ১০ বছর স্কুলে টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে। কোভিডের কোপ যে কত ছাত্রীকে স্কুলছাড়া করিয়াছে, তাহার হিসাব কষা মুশকিল। ভারতের সমগ্র শ্রমশক্তিতে মেয়েদের যোগদান এখনও ২০ শতাংশই ছুঁইতে পারেনি।

ভারতে নারী নির্যাতন বা ধর্ষণের সিংহভাগই ঘটায় বাড়ির লোক। নারী নির্যাতনের অর্ধেকও যদি নথিবদ্ধ হয়, সে সংখ্যাও বিস্ময়কর। এই শারীরিক, মানসিক অত্যাচার বা যৌন নির্যাতন কোভিডের পর আরও অনেক বাড়ীয়াছে। এ ছাড়া পথঘাটের অপমান, অত্যাচার, খুনখারাপি, পণের জন্য পৈশাচিকতা ইত্যাদি তো আছেই।যে নির্যাতন খবরে উঠিয়া আসে না নারী শিক্ষার উন্নতি হইলে, বা মেয়েদের কর্মসংস্থান হইলে, এ দেশে নারী নির্যাতন কমিবে, এ কথা হলফ করিয়া বলার সাহসও এখন আর নাই।

মেলবোর্ন টেস্টে খেলবেন হেড, , অস্ট্রেলিয়ার প্রথম একাদশে দুই বদল

চলতি সিরিজে দু'টি শতরান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। তার মধ্যে অ্যাডিলেডে জিতিয়েছেন দলকে। মেলবোর্ন টেস্টের আগে সেই ট্রেভিস হেড চোট পাওয়ায় কিছুটা আশার আলো ছিল ভারতীয় শিবিরে। তা আর থাকল না। হেড সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। মেলবোর্ন টেস্টের প্রথম একাদশেও থাকবেন।

বৃহস্পতিবার প্রথম একাদশ ঘোষণা করতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স বলেছেন, "ট্রেভ সুস্থ। ও খেলবে। আজ কয়েকটা ছোটখাটো পরিবর্তন করে নিয়েছে। ট্রেভের চোট নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ও খেলতে নামছে।

প্রত্যাশামতোই স্যাম কনস্টাসের অভিষেক হতে চলেছে মেলবোর্নে। তিনি নেথান ম্যাকসুইনির জায়গায় প্রথম দলে এসেছেন। এ ছাড়া চোট পাওয়া জশ হেজলউডের জায়গায় দলে এসেছেন স্কট বোলান্ড। ব্রিসবেনে পেশিতে চোট পেয়েছিলেন হেড। বৃহস্পতিবার দলের ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করেছেন।

কামিন্স জানিয়েছেন, সিরিজের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হেড এ দিন নেটেও অনুশীলন করেছেন। তবে ম্যাচের সময় ফিল্ডিং করতে নেমে কোনও সমস্যা হলে সেটা দল সামলে নিতে পারবে। কামিন্সের কথায়, "মনে হয় না ওকে খেলাতে দল পরিচালন সমিতির কোনও সমস্যা রয়েছে। পুরো ম্যাচই খেলতে পারবে। তবে ফিল্ডিংয়ের সময় অস্বস্তি হলে সেটা আমরা বুঝে নেব।"

পাঁচটি ইনিংসে ৪০৯ রান করেছেন হেড। গড় ৮১.৮০। স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া তাঁকে খেলাতে কতটা মরিয়া। হেডের প্রশংসা করে কামিন্স বলেছেন, "গত ১২ মাসে অবিশ্বাস্য ফর্মে রয়েছে ওরা। আশা করি সেটা বজায় থাকবে। দারুণ সব শট খেলছে। প্রথম বল থেকেই কী ভাবে বিপক্ষকে চাপে ফেলে দিচ্ছে সেটা আপনারা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। ও দলে থাকায় আমি খুব খুশি।"

পন্থকে জড়িয়ে ধরতে দৌড় বিশেষ ভাবে সক্ষম ভক্তের

মন জয় করে নিলেন ঋষভ পন্থ। তবে ব্যাট হাতে নয়, মাঠের বাইরে। মেলবোর্নে ভারতের অনুশীলনের পরে দেখা গেল সেই দৃশ্য। পন্থকে দেখে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে দৌড়ল বিশেষ ভাবে সক্ষম ভক্ত। তাকে দেখে কী করলেন ভারতের উইকেটরক্ষক?

মঙ্গলবার সকালে মেলবোর্নে অনুশীলন করে ভারতীয় দল। অনুশীলন শেষে পন্থ যখন বার হচ্ছেন তখন দেখা যায় একটি বাচ্চা ছেলে মায়ের হাত ধরে তার দিকে যাচ্ছে। পন্থকে দেখে বিশেষ ভাবে সক্ষম ওই বাচ্চাটি দৌড়তে শুরু করে। পন্থও এগিয়ে আসেন। বাচ্চাটি তার সামনে পৌঁছে পন্থকে জড়িয়ে ধরে।

পন্থ প্রথমে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তার পরে বাচ্চাটি বলে, "তোমার সঙ্গে দেখা করে খুব ভাল লাগল। এই প্রথম আমি কোনও ক্রিকেটারের এত কাছে আসতে পারলাম।" সে কথা শুনে হেসে পন্থ বলেন, "তোমার সঙ্গে দেখা করে আমিও খুব আনন্দ পেয়েছি। ভাল থেকো। সব সময় আনন্দে থেকো।" তার পরে বাচ্চাটির সঙ্গে ছবিও তোলেন পন্থ। এই ঘটনার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। সকলে পন্থের এই ব্যবহারের প্রশংসা করেছেন।

চলতি সিরিজে ব্যাট হাতে বিশেষ রান পাননি পন্থ। তিন টেস্টে পাঁচ ইনিংসে মাত্র ৯৬ রান করেছেন তিনি। ১৯.২০ গড়ে রান করেছেন পন্থ। তবে পার্থে প্রথম ইনিংসে চাপের মধ্যে তাঁর ৩৭ রান ভারতকে ১৫০ রানে পৌঁছতে সাহায্য করেছিল। শেষ পর্যন্ত ভারত ম্যাচটি জেতে। এখন দেখার, বাকি দুই টেস্টে পন্থ কেমন খেলেন।

মেলবোর্ন টেস্টের আগে 'মাইন্ড গেম' চালু গুরু গ্রেগের !

এই কদিন আগেই তিনি বুমরাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। কিন্তু বক্সিং ডে টেস্টের আগেই গ্রেগ চ্যাপেলের মনে হচ্ছে, ট্র্যাভিস হেডের কাছে বুমরাহ একেবারেই সাদামাটা। ভারতীয় পেসার কোনও ভয়ই ধরাতে পারেনি হেডের ব্যাটিংয়ে।

চলতি সিরিজে ৫ ইনিংস মিলিয়ে ৪০৯ রান হয়ে গিয়েছে হেডের। অন্যদিকে বুমরাহর উইকেট সংখ্যা ২১। অজি ব্যাটার ভারতের বাকি বোলারদের জন্য মাথাব্যথা হয়ে উঠলেও বুমরাহর বলে আউট হয়েছেন দুবার। তবু গুরু গ্রেগ বলছেন, "বাকি ব্যাটাররা বুমরাহর অপ্রচলিত অ্যাকশন, গতি ও নিখুঁত বলের সামনে হিমশিম খায়। সেখানে হেড বুমরাহকে আর পাঁচজন বোলারের থেকে আলাদা কিছু ভাবে না। বুমরাহকে ছন্দহীন করে দেয় ও। ক্রমাগত রান তুলে বুমরাহকে নিয়ে সব ভয় উড়িয়ে দিয়েছে হেড।"

রাত পোহালেই মেলবোর্ন টেস্ট। তার আগে কি 'মাইন্ড গেম' শুরু করে দিলেন গুরু গ্রেগ? অজি ব্যাটারের গুণপনায় মুখরিত হয়ে তাঁর বক্তব্য, "খাটো বলকে হেড যেভাবে শাসন করে কিংবা ফুল লেংথ বলকে ড্রাইভ করে, তা এককথায় অনবদ্য। মাঠের সবদিকে রান তুলতে পারে।'

বিজ্ঞানচিন্তার চোখে বছরজুড়ে জীববিজ্ঞানের আলোচিত দশ

২০২৪ সাল ছিল জীববিজ্ঞানের জন্য বেশ ঘটনাবহুল। দেশে-বিদেশে বেশ কিছু গবেষণা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছেএর কোনোটি বদলে দিয়েছে জীববিজ্ঞান গবেষণার ধারা, কোনোটি আবার উন্মোচিত করেছেন নতুন দিগন্ত। বছরজুড়ে বিজ্ঞানচিন্তায় প্রকাশিত হয়েছে এসব আলোচিত গবেষণা। শুধু তা-ই নয়, নিউ সায়েন্টিস্ট, কোয়ান্টা ম্যাগাজিন, হাউ ইট ওয়ার্কস, বিবিসি ফোকাস, ডিসকভার, সায়েন্টিফিক আমেরিকানসহ বেশ কিছু প্রকাশনা বছরজুড়ে আলোচিত বিভিন্ন গবেষণার তালিকা প্রকাশ করেছে। এর মধ্য থেকে বাছাইকৃত, বিজ্ঞানচিন্তার চোখে বছরজুড়ে আলোচিত ১০ দেখে নিন একনজরে।

সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রথমবার খাদ্য উৎপাদন করল প্রাণিকোষ এ বছর প্রথমবারের মতো সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম প্রাণিকোষ তৈরি করেছেন জাপানের একদল বিজ্ঞানী। অর্থাৎ এ প্রাণিকোষ উদ্ভিদের মতোই সূর্যের আলো থেকে খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাকিহিরো মাতসুনাগার নের্তৃত্বে গবেষণাটি পরিচালিত হয়। একে একুশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলোর একটি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এ বিষয়ক গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে প্রসিডিংস অব দ্য জাপান একাডেমি জার্নালে।

প্রাণিকোষ শুধু ক্লোরোপ্লাস্টকে মেনেই নেয়নি, বৃদ্ধিও হচ্ছিল কোষগুলোর। অর্থাৎ ক্লোরোপ্লাস্ট কোষটিকে কার্যকরভাবে শক্তি যোগান দিয়ে যাচ্ছিল

সালোকসংশ্লেষণ উদ্ভিদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের দেহকোষে সূর্যের আলো, পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে কোষের মধ্যে অক্সিজেন এবং শর্করা বা চিনি (সুগার) তৈরি হয়। সালোকসংশ্লেষণক্ষম এমন প্রাণিকোষ তৈরির চেষ্টা চলছে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে। ৭০-এর দশক থেকে এ নিয়ে গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা। অধ্যাপক মাতসুনাগা ও তাঁর দল এ কাজের জন্য দুটি পদক্ষেপ নেন। প্রথমত, তাঁরা এমন ক্লোরোপ্লাস্ট খুঁজে ফেরেন, যেটা প্রাণিকোষের উষ্ণ পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারবে। প্রাণিদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা প্রায় ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ তাপমাত্রায় বেশির ভাগ উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্ট টিকতে পারে না। উপযুক্ত ক্লোরোপ্লাস্ট খুঁজে পাওয়ার পর শুরু হয় আসল চ্যালেঞ্জ। প্রাণিকোষকে বশ মানানোর চেষ্টা করেন তাঁরা, যেন ক্লোরোপ্লাস্টকে ক্ষতিকর মনে করে আক্রমণ না করে। মাতসুনাগা ও তাঁর দল কোষের মধ্যে জোর করে ক্লোরোপ্লাস্ট ঢোকানোর বদলে একে খাবার হিসেবে কোষের কাছে উপস্থাপন করেন। ফলে কোষের স্বয়ংক্রিয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে পাশ কাটানো সম্ভব হয়, ক্লোরোপ্লাস্টও টিকে থাকে।

গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল দেখে অবাক হয়ে যান গবেষকেরা। প্রাণিকোষ শুধু ক্লোরোপ্লাস্টকে মেনেই নেয়নি, বৃদ্ধিও হচ্ছিল কোষগুলোর। অর্থাৎ ক্লোরোপ্লাস্ট কোষটিকে কার্যকরভাবে শক্তি যোগান দিয়ে যাচ্ছিল। এ অর্জন অনেক ক্ষেত্রেই দারুণভাবে কাজে লাগবে। বিশেষ করে চিকিৎসা ও কৃত্রিম প্রাণিজ মাংস উৎপাদন প্রক্রিয়ায়।

পাওয়া গেল নতুন রক্তের গ্রুপ

১৯৭২ সালে গর্ভবতী এক নারীর রক্ত পরীক্ষা করতে গিয়ে চিকিৎসকরা অদ্ভুত এক ঘটনার সম্মুখীন হন। তাঁরা দেখতে পান, এই নারীর রক্তে অন্য সবার মতো লোহিত রক্তকণিকার পৃষ্ঠে যে প্রোটিন থাকে, সেটি নেই। প্রায় ৫০ বছর পরে বিজ্ঞানীরা এই রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা করছেন। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের রক্ত বিশেষজ্ঞ লুইস টিলি ও তাঁর দলই এই বিরল রক্তের গ্রুপের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছেন ২০ বছর ধরে। অবশেষে তাঁরা এই রহস্যের জট খুলতে পেরেছেন। আমেরিকান সোসাইটি অফ হেমাটোলজির ব্লাড জার্নালে এ সম্পর্কিত গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়।

আমরা জানি, রক্তের গ্রুপ মূলত এ, বি, ও এবং এবিএই চার ধরনের হয়। এ ছাড়াও রেসাস ফ্যাক্টর (প্লাস বা মাইনাস) থাকতে পারে। এই গ্রুপগুলো আসলে আমাদের রক্তের লোহিত রক্তকণিকার ওপর থাকা বিশেষ ধরনের প্রোটিনের ওপর নির্ভর করে। এএনডাব্লিউজে নামে একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিন সাধারণত সবার রক্তে থাকে। কিন্তু, ১৯৭২ সালে আবিষ্কৃত ওই নারীর রক্তে এই প্রোটিনটি ছিল না। বিজ্ঞানীরা এই নতুন রক্তের গ্রুপকে 'এমএএল' নাম দিয়েছেন।

প্রথমবারের মতো স্টেম কোষ প্রতিস্থাপনে ফিরে পেল দৃষ্টিশক্তি দৃষ্টিশক্তির নানারকম সমস্যা রয়েছে অনেকেরই। এরকমই একটি সমস্যা অস্পষ্ট দেখা বা ব্লারি ভিশন। চোখের সামনের স্বচ্ছ অংশ কর্নিয়া প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হলে এমনটা হতে পারে। তিনজন মানুষের এ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে স্টেম কোষ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে। এ সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বখ্যাত দ্য ল্যানসেট জার্নালে।

এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পরিচালিত হয়েছে জাপানে। এর মাধ্যমে ইতিহাসে প্রথমবার স্টেম কোষ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সমাধান হলো দৃষ্টিশক্তি সমস্যার। এ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে অংশ নেন মোট চারজন। তাঁদের প্রত্যেকের চোখের কর্নিয়ায় লিম্বাল স্টেম সেল ডেফিশিয়েন্সি বা এলএসসিডি নামের একটি সমস্যা ছিল। এ সমস্যা হলে কর্নিয়ার স্টেম কোষগুলো আর নতুন কোষ তৈরি করতে পারে না। এদিকে কর্নিয়ার কিছু কোষ মারা যেতে থাকে। এই মৃত কোষগুলো জমতে থাকে কর্নিয়ায়। এই দুইয়ে মিলে দৃষ্টিশক্তি অস্পষ্ট বা ঝাপসা হয়ে যায়। এ সমস্যার সমাধান হিসেবেই স্টেম কোষ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ফলে সেগুলো কর্নিয়ার ক্ষতি সারিয়ে তুলেছে।

জিন থেরাপিতে শ্রবণশক্তি পুনরুদ্ধার

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জিন থেরাপির মাধ্যমে জন্মগতভাবে বধির এক শিশু শ্রবণশক্তি ফিরে পেয়েছে। যুক্তরাজ্যের ১৮ মাস বয়সী ওপাল স্যান্ডি নামের এক মেয়ে শিশুকে এই থেরাপি দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত স্যান্ডিই সবচেয়ে কম বয়সী শিশু, যাকে এ থেরাপি দেওয়া হয়েছে। শিশুটি 'অডিটরি নিউরোপ্যাথি' নামে একটি রোগে ভুগছিল। এ রোগের কারণে ভুক্তভুগীরা শব্দ শনাক্ত করতে পারে ঠিকই, কিন্তু মস্তিষ্কে তা রিলে হয় না। মানে মস্তিষ্ক সেই শব্দ শনাক্ত করতে বা বুঝতে পারে না। এ কারণে শিশু জন্মের সময় থেকেই বধির থাকে।

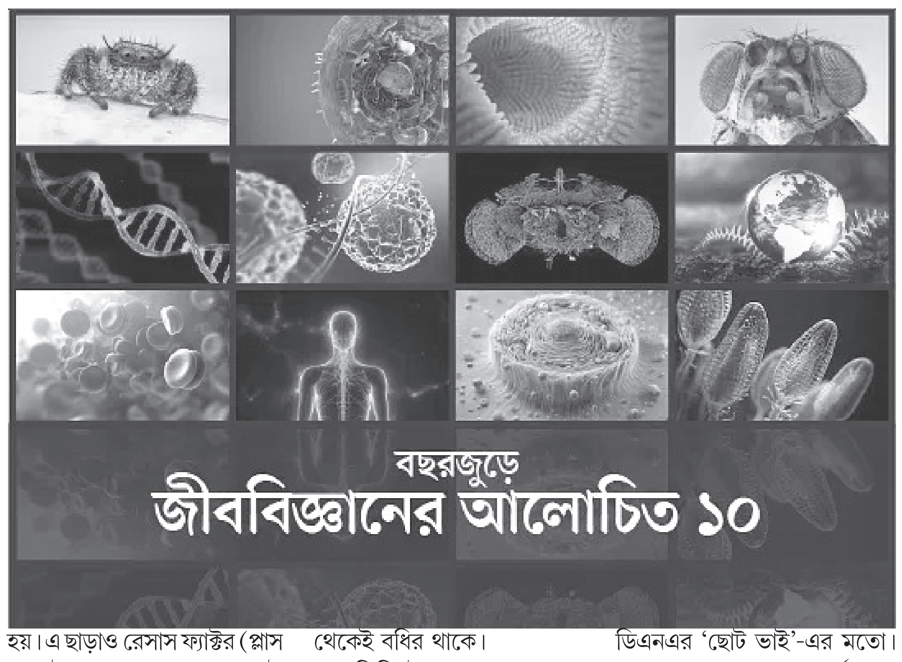

১৬ মিনিটের অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শিশুটির কানে কার্যকরী জিন স্থাপন করা সম্ভব হয়। অস্ত্রোপচারের পর থেকে শব্দের বিপরীতে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে শিশুটি। অস্ত্রোপচার করা হয়েছে যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে।

জীববিজ্ঞানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

চলতি বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক গবেষণায়। কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইনের জন্য এই পুরস্কারের অর্ধেক পেয়েছেন মার্কিন বিজ্ঞানী ডেভিড বেকার। আর প্রোটিনের গঠন অনুমানের জন্য বাকি অর্ধেকটা পেয়েছেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডেমিস হ্যাসাবিস ও মার্কিন বিজ্ঞানী জন এম জাম্পার। রসায়নে নোবেল দেওয়া হলেও গবেষণাটি যে জীববিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তা বলা বাহুল্য। কারণটা একটু খোলাসা করা যাক। যেকোনো প্রোটিন সাধারণত ২০ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের নানা ধরনের বিন্যাসের ফলে গঠিত হয়। অর্থাৎ এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোকে বলা যায় প্রাণের মূল ভিত্তি বা গাঠনিক একক। অ্যামিনো অ্যাসিড মিলে মিলে প্রোটিন গঠন করে, আর এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে জৈবনিক সব রাসায়নিক বিক্রিয়া। আর এবারের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা এই প্রোটিনই হ্যাক করেছেন!

নোবেল জয়ী দুই বিজ্ঞানী ডেমিস হ্যাসাবিস ও জন এম জাম্পার নোবেল পেয়েছেন মূলত আলফাফোল্ড২ নামের একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরি করে। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই প্রোটিনের গঠন অনুমানের কাজটি করে। গুগল ডিপমাইন্ডের এই দুই বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে এ বছরের মে মাসে চলে এসেছে আলফাফোল্ড২-এর উত্তরসূরীআলফাফোল্ড৩।

ড্রাগ আবিষ্কার, প্রোটিন বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন কাজে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে দাঁতের চিকিৎসায় পর্যন্ত কাজে লাগছে। তবে আলফাফোল্ড২ ও ৩-ই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে। কোয়ান্টা ম্যাগাজিন লিখেছে, খুব কম সপ্তাহই পেরিয়েছে যখন এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে নতুন গবেষণা প্রকাশিত হয়নি। কাজেই চলতি বছরের আলোচিত কাজের তালিকায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ঠাঁই না দিলে যে অন্যায় হবে, সে তো বুঝতেই পারছেন।

আরএনএ বিপ্লব- আবিষ্কারের পর থেকেই আরএনএকে ভাবা হয়েছে ডিএনএর 'ছোট ভাই'-এর মতো। এক সূত্রক, সাধারণ এক বার্তাবাহক ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে আরএনএ জীবনের জন্য শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়; কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার সঠিক ধারণা এখনো যেন আমাদের নেই। জিনোমের 'নন-কোডিং' অংশের বেশির ভাগটাই দেখা যাচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় আরএনএ অণু তৈরি করে। এগুলো শুধু বার্তাবাহকের কাজ করে না, জিন নিয়ন্ত্রণসহ নানা ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

এ বছর নোবেল দেওয়া হয়েছে মাইক্রোআরএনএ গবেষক মার্কিন দুই বিজ্ঞানীকে। ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রাভকুন। চোখ বা ফুসফুসের ক্যানসার, জন্মগত বধিরতা, কিডনির সমস্যাসহ বহু রোগ হতে পারে মাইক্রোআরএনএতে সমস্যা হলে। দেহের ভেতরে ও বাইরের পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে কোষের ভেতরের কোন জিনটি কাজ করবে আর কোনটি করবে না, তা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। এসবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে মাইক্রোআরএনএ। (জীববিজ্ঞানে নোবেল গবেষণার বিস্তারিত জানতে পড়ুন: মাইক্রোআরএনএ আবিষ্কার ও জিন গবেষণায় বিপ্লব) এ বছর গবেষকেরা নতুন আরেকধরনের আরএনএ পেয়েছেন। আসলে, মানুষের মুখগহ্বর ও অন্ত্রে লুকিয়ে থাকা একধরনের নতুন অণুজীব আবিষ্কার করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকরা। এই অণুজীবের নাম দেওয়া হয়েছে অবেলিস্ক। গোলাকার আরএনএ অণু দিয়ে তৈরি এগুলো, নিজেরাই নিজেদের প্রোটিন অণু তৈরি করতে পারে। এই গবেষণা বিজ্ঞানীদের জন্য জীবনের নতুন এক অধ্যায় উন্মোচন করেছে। চলতি বছর জানুয়ারিতে এ সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি রিভিউয়ের জন্য নেচার ও সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত হয়।

মস্তিষ্কের গভীরে- শরীর মস্তিষ্ককে চালায়, নাকি মস্তিষ্ক দেহকে চালায়? এতদিন বেশির ভাগ ইমিউনোলজিস্ট (দেহের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গবেষক) ভাবতেন, দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিজে নিজেই কাজ করে। মস্তিষ্কের আলাদা করে নির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এ বছর প্রথমবারের মতো গবেষকেরা একটি নিউরাল সার্কিট আবিষ্কার করেছেন। এটি ব্রেনস্টেমে রয়েছে। এটি দেহে ইনফ্ল্যামেটরি বা জ্বালাপোড়া হয়, এমন অণু শনাক্ত করে প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে জানায় সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে, নাকি না করলেও হবে। এ থেকে দেহ আর মস্তিষ্কের সংযোগের ব্যাপারে আরও ভালো ধারণা হলো বিজ্ঞানীদের। তাঁরা ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছেন, আমাদের স্নায়ুগুলো মস্তিষ্ককে কীভাবে দেহের সঙ্গে যুক্ত করে ও প্রতিক্রিয়া দেখায়।

এ ছাড়া, একধরনের তরল রয়েছেসেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড। নাম শুনে মনে হয়, এটি শুধু মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডে (সুষুম্নাকাণ্ড) থাকে। নতুন গবেষণায় দেখা গেছে, এটি সত্যি নয়। এই তরল দেহের বিভিন্ন অংশে থাকে। এতদিন ভাবা হতো, এর কাজ শুধু মস্তিষ্ক ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুগুলোকে রক্ষা করা, পুষ্টি যোগান দেওয়া ও পরিষ্কার করা। এখন দেখা যাচ্ছে, দেহের অনেক স্নায়ুর জন্যই এটি এসব কাজ করে।

এ ছাড়াও, মস্তিষ্ক নিয়ে আরও বড় পরিসরে কাজ করার জন্য ৫ হাজার ছবি জোড়া দিয়ে দিয়ে সবিস্তার ছবি তৈরি করা হয়েছে। এই ৫ হাজার ছবি তোলা হয়েছে মস্তিষ্কের মাত্র ১ ঘনমিলিমিটার অংশ থেকে। ছবি জোড়া দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এভাবে তৈরি করা হয়েছে ৫৭ হাজার নিউরন ও ১৫০ মিলিয়ন সিন্যাপ্সের খুঁটিনাটিসহ সবিস্তার ছবি।

পাশাপাশি একটি ফ্রুট ফ্লাই বা মাছির মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। এত সবিস্তার ও বড় পরিসরে মস্তিষ্কের মানচিত্র তৈরি এই প্রথম। এসব মিলে মস্তিষ্ক গবেষণায় এ বছর গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আশা করা যাচ্ছে, শিগগিরই মানুষ ও অন্য প্রাণীদের মস্তিষ্কের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন। বাংলাদেশি দুই বিজ্ঞানীর নতুন মথ আবিষ্কার নতুন একটি মথের নামকরণ করেছেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী মো. জহির রায়হান ও সায়েমা জাহান। আবিষ্কারের পর ৬ মাস গবেষণা করে তাঁরা নিশ্চিত হন, এটি সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির মথ। তাঁরা এর নাম রেখেছেন 'প্যারাক্সিনোয়াক্রিয়া স্পিনোসা। তাঁদের এই গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে নিউজিল্যান্ডের জুট্যাক্সা জার্নালে। এ বছরের অক্টোবর মাসে 'আ নিউ জেনাস অ্যান্ড স্পেসিস অব পেলিওপোডিডি হজেস, ১৯৭৪ (ইনসেকটা: লেপিডোপটেরা) ফ্রম সাউথ-এশিয়া' শিরোনামের তাঁদের লেখা নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। জহির রায়হান ও সায়েমা জাহান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। সেখানেই দুজনের বন্ধুত্ব হয়। একসঙ্গে বিভিন্ন সময় মথের লার্ভা খুঁজেছেন। খুঁজতে খুঁজতেই পেয়ে যান নতুন একটি গণ বা জেনাসের নতুন প্রজাতির মথ। মাসখানেক আগে তাঁরা পরস্পরকে বিয়ে করেছেন।

সায়েমা জানান, এর আগেও তাঁরা নতুন প্রজাতির মথ আবিষ্কার করেছেন। গত বছর তাঁরা একটা মথের নামকরণ করেন। চলতি বছর জুলাইয়ে আরেকটা মথের নাম দেন। তবে এবারই প্রথম নতুন গনের মথ আবিষ্কার করলেন তাঁরা। এ প্রসঙ্গে তিনি বিজ্ঞানচিন্তাকে জানান, 'নতুন গণের মথ আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা আমাদের এবারই প্রথম। এ জন্য আনন্দটাও বেশি।'

মথের নামকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সন্তানের নাম রাখার সময় যেমন সুন্দর নাম এবং নামের অর্থ খোঁজেন, তেমনি মথের নামকরণেও অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়। অনেকে প্রিয় মানুষের নামে নাম রাখেন। আমরাও নিজেদের নামে, বিশেষ করে জহির চাইছিল আমার নামে মথটির নামকরণ করতে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তা করলে এই মথের বৈশিষ্ট্য নাম শুনে বোঝা যাবে না, আড়ালে পড়ে যাবে। তাই আমরা নিজেদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে এর নাম রাখিনি।

বাংলাদেশে নতুন ৩ প্রজাতির ফড়িং আবিষ্কার সম্প্রতি বাংলাদেশি গবেষকেরা তিনটি নতুন প্রজাতির ফড়িং আবিষ্কার করেছেন। ফড়িংগুলো পাওয়া গেছে টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান, পাথরঘাটা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, চরকুকরি মুকরি ও সিলেট অঞ্চলের আন্তঃসীমানা এলাকার পাহাড়ি ছড়ায়। এগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে ফাইলোথেমিস এল্টোনি ইলাটোনেরা ক্যাম্পিওনি ও অ্যানাক্স এফিপিগার। এ গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ ফিরোজ জামান এবং বন্যপ্রাণী পরিবেশবিদ আশিকুর রহমান সমী।

দুই নতুন মাকড়সার সন্ধান- সম্প্রতি ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমঘাটের ঘন জঙ্গলে দুটি নতুন প্রজাতির মাকড়সা আবিষ্কার করেছেন বাঙালি বিজ্ঞানীরা। কর্ণাটকের মুকাম্বিকা অভয়ারণ্য এবং কেরালার এরনাকুলাম জেলা থেকে পাওয়া গেছে এ প্রজাতি দুটি। মাকড়সা দুটির নাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে হ্যাব্রোসেস্টাম বেঞ্জামিন এবং হ্যাব্রোসেস্টাম স্বামীনাথন এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সুরেশ পি বেঞ্জামিন এবং সবুজ বিপ্লবের জনক এম এস স্বামীনাথনের নামে। এই মাকড়সাগুলো হ্যাব্রোসেস্টাম সাইমন গণের মাকড়সা। ভারতের বিভিন্ন উপদ্বীপে পাওয়া এই মাকড়সাগুলো লাফ দিতে পটু। এই দুই প্রজাতির মাকড়সা গণটির মধ্যে আকার-আকৃতিতে সবচেয়ে বড়। ভারতের এরিঞ্জালাকুদার ক্রাইস্ট কলেজের (খ্রিস্ট কলেজ) গবেষকেরা এ মাকড়সা দুটি আবিষ্কার করেছেন। এ সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে নিউজিল্যান্ডের জুটাক্সা জার্নালে।

রোবটের আঁকা প্রথম ছবি

শিউলী সুলতানা

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে সেদিন একটা নিলাম হয়। ছবি বিক্রির নিলাম। নিলাম মানে একটা নির্দিষ্ট বস্তুর কেনার জন্য অনেক মানুষ দাম বলবেন। যিনি সবচেয়ে বেশি টাকা দেবেন, তিনিই বস্তুটা কিনতে পারবেন। এমনই এক নিলামে বিক্রি হয় গণিতবিদ অ্যালান টুরিংয়ের একটা পোট্রেট। তবে এটা প্রচলিত ধারার কোনো পোট্রেট ছিল না। পোট্রেটটা এঁকেছিল একটা রোবট। নাম আই-ডা। এটাই বিশ্বের প্রথম রোবটের আঁকা ছবির নিলাম। সে জন্য দামও উঠেছে চড়া। ৭ লাখ ৮৯ হাজার স্টারলিং পাউন্ড! বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১১ কোটি ৯৩ লাখের মতো।

আই-ডা নামে হিউম্যানয়েড রোবটটি তৈরি করেছেন এইডেন মিলার নামে এক আর্ট গ্যালারির মালিক। মানুষের মতো দেখতে রোবটকে বলা হয় হিউম্যানয়েড রোবট। আই-ডার নাম রাখা হয়েছে আরেক ইংরেজ গণিতবিদ অ্যাডা লাভলেসের নামানুসারে। ১৯ শতকের এই নারী গণিতিবিদকে বলা হয় ইতিহাসের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার। তিনি বলেছিলেন, 'কম্পিউটার শুধু হিসাবের যন্ত্র নয়, আরও বেশি কিছু।' তাঁর সে কথাই যেন বাস্তবে প্রমাণ করে দিল তাঁর নামানুসারে নাম রাখা প্রথম হিউম্যানয়েড রোবট আই-ডা। রোবটটি এখন মিলিয়ন ডলারের মালিক। অবশ্য সম্মানটা রোবটকে দিয়ে সম্মানীটা (টাকা) হয়তো নিয়ে নেবেন মিলার!

যাহোক, আই-ডা নিজের রোবটিক হাত ব্যবহার করে এই ছবিটা এঁকেছে। কীভাবে এঁকেছে, তা একটু সহজ করে বলা যাক; যদিও বাস্তবে প্রক্রিয়াটা এত সহজ নয় মোটেও। আই-ডার চোখের জায়গায় বসানো আছে ক্যামেরা। এ ক্যামেরার সাহায্যে সামনের সবকিছু দেখতে পায় রোবটটি। আসলে সামনের জিনিসগুলোর ছবি তোলে ক্যামেরার সাহায্যে। সে ছবি গিয়ে জমা হয় একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

এখন ভাবতে পারেন, অ্যালান টুরিংয়ের ছবিটাই কেন আঁকা হলো? মিলার তো প্রথমে নিজের ছবিটাই আঁকাতে পারতেন। টুরিংয়ের ছবি বেছে নেওয়ার কারণ, তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ গণিতবিদ, কম্পিউটারবিজ্ঞানী ও কোডব্রেকার। বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ঢুকতে গিয়ে নিশ্চয়ই দেখেছেন, মাঝেমধ্যে অদ্ভুত একধরনের পরীক্ষা নেয়। এটাকে বলা হয় 'ক্যাপচা'। এতে ইংরেজি ছোট ও বড় হাতের অক্ষর, গাণিতিক অঙ্কসহ নানারকম চিহ্ন লেখা থাকে অঁকাবাঁকা, এলোমেলো করে। এই চিহ্নগুলো চিনে চিনে একটা খালি ঘরে সঠিকভাবে লিখতে হয়। এ পরীক্ষা করে ওয়েবসাইট দেখে ব্যবহারকারী মানুষ নাকি রোবট। এটি একধরনের টুরিং টেস্ট। অ্যালান টুরিংয়ের নামানুসারে এমন নামকরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তাই প্রথমে তাঁর ছবিটাই এঁকেছে আই-ডা। শুরুতে আই-ডা টুরিংয়ের ১৫টি পোট্রেট অঁকে। সেখান থেকে ৩টা বাছাই করে। টুরিংয়ের পোট্রেটের পাশাপাশি রোবটটি তাঁর কোডব্রেকিং মেশিনেরও ছবি আঁকে। এরপর সেগুলোর ছবি তুলে একটা কম্পিউটারে পাঠানো হয়। সবশেষে চূড়ান্ত ছবিটা কেমন হবে, তা ঠিক করে ক্যানভাসে প্রিন্ট করা হয়। কম্পিউটারে এই চূড়ান্ত বাছাইয়ের কাজটাও করে আই-ডা।মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হওয়া এই পোট্রেটের নাম দেওয়া হয়েছে এ.আই.গড.পোট্রেট অব অ্যালান টুরিং। ছবি আঁকার পাশাপাশি কবিতা লেখা ও আবৃত্তিও করতে পারে আই-ডা। ভবিষ্যতে এ রোবট আর কী কী যোগ্যতা অর্জন করে, দেখা যাক!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

স্বামিত্ব প্রোপার্টি কার্ডঃ গ্রামীণ সম্পদের অর্থনীতিকরণের দ্বার

গ্রামীণ ভারতের ক্ষমতায়নের একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২০ সালের ২৪শে এপ্রিল জাতীয় পঞ্চায়েতি

ড. বিজয় কুমার বেহেরা,
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা,
পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক

রাজ দিবসে সার্ভে অফ ভিলেজেস অ্যান্ড ম্যাপিং উইথ ইমপ্রোভাইজড টেকনোলজি ইন ভিলেজ এড়িয়া (এসভিএএমআইটিভিএ) তথা স্বামিত্ব যোজনার সূচনা করেছিলেন। জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারের মালিককে "অধিকারের রেকর্ড" প্রদানের উদ্দেশ্যে এই রূপান্তরকারী প্রকল্পটি গ্রামীণ সম্পদের অর্থনীতির সম্ভাবনাকে উন্মোচন করেছে এবং এখন ব্যাপকভাবে গ্রাম-স্তরের পরিকল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রকল্পটি পর্যায়ক্রমে ভূমি প্রশাসনে বিপ্লব ঘটাচ্ছে এবং গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতাকে বাড়িয়ে তুলছে।

জমি সাধারণতঃ অধিকাংশ অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে কাজ করে এবং উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ভিত্তি গঠন করে। তবে, গ্রামীণ ভারতের জনবহুল অঞ্চলগুলি (আবাদি জমি) দীর্ঘকাল ধরে উল্লেখযোগ্য সংস্কার থেকে দূরে ছিল। যথাযথ জরিপের সীমাবদ্ধতা এবং সঠিক মানচিত্র না থাকার কারণে এই অঞ্চলগুলি সর্বদা সম্পত্তির সম্ভাব্য মালিকানা নিয়ে অমীমাংসিত বিরোধ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অভাবের মত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল।

ভূমির উপর এই অনধিকারের কারণে গ্রামীণ বাসিন্দারা অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণদাতাদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, যারা অত্যধিক সুদ আদায় করে, দারিদ্র্য ও আর্থিক নিরাপত্তাহীনতাকে আরও স্থায়ী করে তুলছিল। এই চ্যালেঞ্জগুলির কথা ভেবেই, রাজ্য রাজস্ব বা পঞ্চায়েতি রাজ আইন কর্তৃক স্বামিত্ব প্রকল্পে গ্রামবাসীদের মধ্যে সম্পত্তি কার্ড প্রদান করার পরিকল্পনা হয়েছিল। এই কার্ডগুলি মালিকানার আনুষ্ঠানিক ডকুমেন্টেশন প্রদান করে, জনগণের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং সুস্থায়ী গ্রামীণ উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করছে।

মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং মধ্যপ্রদেশ- এই ছয়টি রাজ্যে প্রথম পাইলট পর্যায়ে স্বামিত্ব প্রকল্পটি চালু করা হয়েছিল। ২০২০ সালের ১১ অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৭৬৩টি গ্রামের প্রায় এক লক্ষ সম্পত্তি মালিকদের হাতে তুলে দেন। পাইলট প্রক্রিয়াটি সফল হবার পর ২০২১ সালের ২৪ এপ্রিল দেশব্যাপী এই প্রকল্প সম্প্রসারণ করা হয়। আজ অবধি, ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সাথে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা গ্রামীণ জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলির সমীক্ষায় সমন্বিত প্রচেষ্টাকে নিশ্চিত করেছে।

উন্নত ড্রোন প্রযুক্তি গ্রহণ এই প্রকল্পের সাফল্যের মূল ভিত্তি। আবাদি অঞ্চলগুলির উচ্চ-রেজোলিউশন মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে, যা সুনির্দিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা দিতে সক্ষম। এই প্রযুক্তিগত সুবিধা গ্রামীণ সম্পত্তিকে নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে নির্ভুলতা, স্বচ্ছতা এবং দক্ষতাকে নিশ্চিত করছে।

সম্পত্তি কার্ড জারি গ্রামীণ অঞ্চলের অব্যবহৃত অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে উন্মোচন করছে। সম্পত্তি মালিকরা এখন ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে, আরও ভাল আবাসনে বিনিয়োগ করতে বা কৃষি উৎপাদনশীলতাকে উন্নত করতে ব্যাংক ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে তাদের সম্পদ নগদীকরণ করতে পারেন। এই পরিবর্তনটি অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতাদের উপর থেকে নির্ভরতাকে হ্রাস করছে এবং আর্থিক স্বাধীনতার সংস্কৃতিকে লালন করছে।

উপরন্তু, সঠিক ভূমি রেকর্ডের প্রাপ্যতা সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের প্রশমন করছে, যা ঐতিহাসিকভাবে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উপর একটি বোঝা এবং অবরুদ্ধ বিচার ব্যবস্থার জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু স্বামিত্ব প্রকল্পটি সংঘাত কমিয়ে, সামাজিক সম্প্রীতিকে উৎসাহিত করছে এবং সামাজিকক সম্পর্ককে আরও মসৃণ করে তুলছে।

আর্থিক ক্ষমতায়নের বাইরেও স্বামিত্ব প্রকল্পটি কাঠামোবদ্ধ গ্রামোন্নয়নকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই প্রকল্পটি পঞ্চায়েতগুলিকে স্থানীয় পরিকল্পনার বিশদ মানচিত্র প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা (ডিসিআর) প্রবর্তনে সহায়তা করছে। এই ব্যবস্থাগুলি অসংগঠিত উন্নয়নকে আনুষ্ঠানিক করছে এবং সর্বোত্তম জমি ব্যবহার নিশ্চিত করছে। বিল্ডিং পারমিশন সিস্টেম প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা সুরক্ষারপ মানকে আরও বাড়াচ্ছে এবং নান্দনিক ও কাঠামোগতভাবে নির্মাণকে উৎসাহ জোগাচ্ছে।

এই প্রকল্পের অবদানগুলি সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১১-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা 'সুস্থায়ী শহর ও সম্প্রদায়ের' উপর জোর দিচ্ছে। পরিকল্পিত বৃদ্ধি এবং সুস্থায়ী অনুশীলনকে উৎসাহিত করে, স্বামিত্ব প্রকল্প গ্রামীণ অঞ্চলগুলিকে অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং উন্নত জীবনযাত্রার কেন্দ্র হিসাবে লালন করছে।

স্বামিত্ব যোজনা গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাকে শক্তিশালী করছে। সঠিক ভূমি রেকর্ড উন্নততর প্রশাসনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে, সেই সাথে তথ্য-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সরকারি প্রকল্পগুলির দক্ষ বাস্তবায়নে সক্ষম করছে। উপরন্তু, বিল্ডিং পারমিশন সিস্টেম এবং অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে উৎপন্ন রাজস্ব পঞ্চায়েতগুলির নিজস্ব উৎস রাজস্ব ওএসআর এর ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে আর্থিক স্বায়ত্তশাসনকে শক্তিশালী করছে।

এখন পর্যন্ত, সারা দেশে লক্ষ লক্ষ সম্পত্তি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে, যা এই প্রকল্পের সুদূরপ্রসারী প্রভাবকে তুলে ধরেছে। এই প্রচেষ্টাগুলি অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং তৃণমূল পর্যায়কে ক্ষমতায়নের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিচ্ছে। ২৭-১২-২০২৪ এর এই দিনে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একদিনে ১২ টি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫০ হাজারেরও বেশি গ্রামে ৫৮ লক্ষ সম্পত্তি কার্ডের ই-বিতরণ চালু করে ইতিহাস তৈরি করবেন, প্রকল্পের অধীনে ২ কোটিরও বেশি সম্পত্তি কার্ড তৈরি ও বিতরণের আরও একটি মাইলফলক অর্জন করবেন। এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে পূরণ করবে, গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করবে এবং গ্রামীণ ভারতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, স্বনির্ভরতা, শিল্পোদ্যোগ, কর্মসংস্থান এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টির প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি (সংকল্প)কে তুলে ধরবে।

স্বামিত্ব প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ সম্পদের অর্থনীতিকরণের প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপের রূপান্তরকারী শক্তি, গ্রামীণ পরিবারগুলির ক্ষমতায়ন এবং বিকশিত ভারতে (উন্নত ভারত) তাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করার সাক্ষ্য হিসাবে দাঁড়িয়েছে।

স্বামিত্ব একটি পরিকল্পনার চেয়ে বেশি। এটি আত্মনির্ভর গ্রামীণ ভারতের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি। গ্রামবাসীদের তাদের সম্পদকে পুঁজি করার উপকরণ, এটি উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে। গ্রামীণ অঞ্চলগুলি অর্থনৈতিকভাবে আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠার সাথে সাথে তারা দেশের সামগ্রিক বৃদ্ধির পথেও অবদান রাখে।

স্বামিত্ব প্রকল্পের সাফল্য এর ক্রম বিবর্তনের আহ্বান জানাচ্ছে। এ নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার প্রকল্পের সম্প্রসারণ নিশ্চিত করবে। প্রতিটি যোগ্য গ্রামীণ পরিবার সম্পত্তি কার্ড থেকে উপকৃত হবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সহযোগিতা ঋণের প্রাপ্তিকে আরও সহজতর করতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং মেশিন লার্নিং (এমএল) এর মতো নতুন প্রযুক্তিকে এর সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে গ্রামীণ পরিকল্পনার জন্য ডেটা বিশ্লেষণ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে পারে।

সর্বোপরি, এই প্রকল্পের কাঠামোটি অন্যান্য দেশগুলির জন্য একটি মডেল হতে পারে, যারা এই ধরণের সমস্যার সম্মুখিন। এক্ষেত্রে ভারতের নেতৃত্ব এই দেশগুলির গ্রামোন্নয়নে প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশ্বের এক পথিকৃৎ হয়ে উঠছে।

স্বামিত্ব প্রপার্টি কার্ড উদ্যোগটি কেবলমাত্র একটি ডকুমেন্টেশন ড্রাইভের চেয়েও বেশি; এটি গ্রামীণ সম্পদ অর্থনীতিকরণ, আর্থিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক গ্রামোন্নয়নের একটি প্রবেশদ্বার। ভূমি শাসনের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে এটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের চক্র থেকে মুক্ত হতে এবং প্রবৃদ্ধির সুযোগকে আলিঙ্গন করতে ক্ষমতায়িত করছে।

এই কর্মসূচির প্রসার অব্যাহত থাকায় উদ্ভাবনী নীতি প্রণয়ন এবং প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপের রূপান্তরমুখী শক্তির একটি বিশেষ প্রমাণ হয়ে উঠেছে এই কর্মসূচি। স্বামিত্বের মাধ্যমে এক সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভর গ্রামীণ ভারতের স্বপ্ন ক্রমশ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্বামিত্ব প্রপার্টি কার্ড ইস্যু করার ফলে লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ পরিবার এখন একটি স্বীকৃত আর্থিক সম্পদ অর্জন করেছে। এর ফলে গ্রামীণ ভারতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই)লাভের পথ খুলে গেছে, (২) গ্রামীণ পরিবারগুলির শিক্ষা, আবাসন বা ব্যবসা শুরু করার জন্য ব্যাঙ্ক ঋণকে সুরক্ষিত করছে এবং (৩) পরিবারের আয় ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে, সম্পত্তি মালিকরা সফলভাবে ব্যাংক ঋণ সুরক্ষিত করতে, আবাসন পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ করতে এবং পরিবার নিয়ন্তিত ব্যবসাকে সমর্থন করতে স্বামিত্ব কার্ড ব্যবহার করেছেন।

স্বামিত্ব প্রপার্টি কার্ড শুধুমাত্র একটি দলিল নয় --- এটি আর্থিক স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের মূল চাবিকাঠি। প্রযুক্তি-চালিত সমাধান এবং অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে এই প্রকল্পটি গ্রামীণ সম্পদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা উন্মোচন করেছে, উদ্যোক্তা, কর্মসংস্থান এবং উন্নত জীবিকার সুযোগ তৈরি করেছে। এই উদ্যোগের বিকাশ অব্যাহত থাকায়, এটি একটি স্থিতিস্থাপক, ক্ষমতায়িত এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রাণবন্ত গ্রামীণ ভারত গড়ে তোলার ভারতের সংকল্পের প্রতীক হিসাবে দাঁড়িয়েছে।

পার্ক স্ট্রিট থেকে গ্রেফতার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): পার্ক স্ট্রিট থেকে বেশি রাতে এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাত ১২টা নাগাদ মারকুইস স্ট্রিট থেকে মহম্মদ আবিউর রহমান নামের বছর সাঁইত্রিশের এক যুবককে গ্রেফতার করে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ওই যুবক আদতে বাংলাদেশের নড়াইল জেলার নতুনগঞ্জের বাসিন্দা। বৈধ পরিচয়পত্র ছাড়াই ভারতে ঢোকেন তিনি।

ওই যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি এ দেশে এসে নকল পরিচয়পত্র তৈরি করেন। তৈরি করেন ভুয়ো আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং অন্যান্য নথি। পুলিশ জানতে পেরেছে, বিভিন্ন কাজে এই ভুয়ো নথিগুলি ব্যবহার করতেন ওই যুবক। প্রতারণামূলক কাজেও এই নথি ব্যবহার করা হতে পারে বলে সন্দেহ করছে পুলিশ। তাই বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করা ওই যুবককে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে লালবাজার।

শিয়ালদহ ডিভিশনে বেশ কিছু লোকাল ট্রেন বন্ধ শনি ও রবিবার

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বর্ষশেষে ভোগান্তি শিয়ালদহ ডিভিশনের যাত্রীদের। পরিকাঠামোর কাজের জন্য আপাতত দৈনিক বন্ধ থাকছে একাধিক লোকাল ট্রেন হাওড়া ডিভিশনে। এবার শিয়ালদহ ডিভিশনেও সেই লোকাল ট্রেন শনি ও রবিবার বন্ধ থাকতে চলেছে। রেল সূত্রে খবর, এই কাজের কারণে প্রভাব পড়বে হাবরা, বনগাঁ, হাসনাবাদ, ডানকুনি সেকশনে। শিয়ালদহ ডিভিশনে ট্র্যাকে কাজ হবে সে কারণেই শনি ও রবিবার বাতিল থাকবে বেশ কিছু ট্রেন। ২৮ ডিসেম্বর বাতিল থাকবে শিয়ালদহ-ডানকুনি: আপ ৩২২৪৯/ ডাউন ৩২২৫২। ২৯ ডিসেম্বর বাতিল থাকবে- শিয়ালদহ-বনগাঁ: আপ ৩৩৮১১, ৩৩৮১৩/ ডাউন ৩৩৮২০, ৩৩৮২২, শিয়ালদহ -হাবরা: আপ ৩৩৬৫১, ৩৩৬৫৩/ ডাউন ৩৩৬৫২, ৩৩৬৫৪, শিয়ালদহ —

4TH/FINAL CLAIMENT NOTICE

WHEREAS, It has been brought to the notice of the undersigned by Sri Pradip Chandra Barua, Fr, BO Fatikroy under Kumarghat Range vide Offence Report No.7/KGT-RO/2022-23 dated, 14.11.2022 and RO Kumarghat office letter No.F.13/RO/KGT/2022-23/1847 dated, 14.11.2022 that on 13/11/2022 at about 5:00 AM during the time of patrolling duty with staff, he has apprehended 01 (one) no. vehicle bearing registration No. TR-01P-1895, Chassis No.MATU7012B9A00577; Engine No.253401153846 (DIRx Pick Up) from Vivekananda Chowhamoni, Kumarghat with loaded over 0.960 cum teak sawn timber without permission of the authority, which apparently procured illegally.

AND WHEREAS, It has been reported by Sri Pradip Chandra Barua, Fr, BO Fatikroy has checked and seized the said vehicle registration No. TR-01P-1895, Chassis No.MATU7012B9A00577; Engine No.253401153846 (DIRx Pick Up) from Vivekananda Chowhamoni, Kumarghat and brought to the Kumarghat Central Depot for safe custody.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.7(89)/For/FP-86/14469 dated, 09.06.1987 of the Forest Department, Govt. of Tripura and No.F.7(310)/For/FP-2016/25701-747 dated, 15.11.2016 of the Additional Secretary to the Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose under Sub-Section-2 of Section-52(A) of the Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate the said seized vehicle No.TR-01P-1895, Chassis No.MATU7012B9A00577; Engine No.253401153846 (DIRx Pick Up) from Vivekananda Chowhamoni, Kumarghat for its use in carrying of forest produces of questionable origin in commission of Forest Offence of Indian Forest Act, 1927 for its use in commission of Forest Offence under section 41, 42, 51(A), 52 & 69 of IFA, 1927 and rules made there under by the Government of Tripura.

NOW THEREFORE, It is hereby brought to the notice of the legal owner(s) of the said vehicle to prefer his/her/their claim over the vehicle to the Authorized Officer (Sub-Divisional Forest Officer, Kumarghat) within 30 (thirty) days from the date of issue of this notice along with copies of all relevant documents regarding law full ownership of the said seized vehicle. If the owner(s) or his's/ her's/ their's authorized representative failed to prefer any claim over the seized vehicle within stipulated period to the undersigned, the decision regarding confiscation of the seized vehicle No.TR-01P-1895 alongwith seized forest produces shall be taken ex-parte. Till such time the vehicle along with seized produce will remain under safe custody at Kumarghat Central Depot, Kumarghat.

Issued under my Seal & Signature this day on 27/12/2024.
ICA/D/1570/24
Hatta

[A. Datta, TFS]
Authorized Officer Sub-Divisional Forest Officer
Kumarghat Forest Sub-Division

গৃহস্থালি ভোগ ব্যয় সমীক্ষা: ২০২৩-২৪

পরিবার কর্তৃক পণ্য ও পরিষেবা ব্যবহারের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গৃহস্থালী ভোগ ব্যয় সমীক্ষা (এইচসিইএস) করা হয়ে থাকে। এই এইচসিইএস এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যসমূহ পরিবারের খরচ এবং ব্যয়ের ধরণ, জীবনযাত্রার মান এবং সুস্থতা সম্পর্কে বুঝতে সহায়তা করে।

গত এক দশকে ভারতে ভোগের ব্যাপক বৃদ্ধি

'গৃহস্থালি ভোগ ব্যয় সমীক্ষা-২০২৩-২৪' অনুসারে, গ্রামীণ ভারতে গড় এমপিসিই (মাসিক মাথাপিছু ভোগ ব্যয়) ৪,১২২ টাকা এবং শহুরে ভারতে ভোগব্যয় হল ৬,৯৯৬ টাকা, যা ২০১১-১২ সালের তুলনায় যথাক্রমে ১৮৮ু এবং ১৬৬ু বৃদ্ধি পেয়েছে। সমীক্ষায় আরও তুলে ধরা হয়েছে যে গত দশকে ভোগ ব্যয়ের উন্নতির ইতিবাচক প্রবণতা রয়েছে।

প্রতিবেদন থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়

গত এক দশকে ভোগ ব্যয়ের উন্নতির ইতিবাচক প্রবণতা

গত এক দশকে ভারতের অর্থনৈতিক দৃশ্যপটে ভোগের ধরনে রূপান্তরমুখী উত্থান ঘটেছে।

সর্বশেষ হাউজহোল্ড কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (২০২৩-২৪) এই রূপান্তরের একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছে। এইচসিইএস: ২০১১-১২ এর সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা তুলে ধরেছে: বর্তমান মূল্যে ভোগের মাত্রা গ্রামীণ ও শহুরে উভয় অঞ্চলে প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সারা দেশে ভারতীয় পরিবারগুলির অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং বর্ধিত ক্রয় ক্ষমতারই প্রতিফলন।

২০১১-১২ সালের সঙ্গে ২০২৩-২৪ সালের এমপিসিই-র পরিসংখ্যানের তুলনা করলে দেখা যায়, ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বর্তমান মূল্যে গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি শহরাঞ্চলে তা প্রায় তিনগুণ হয়ে গিয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে কাজে গিয়ে মৃত্যু মালদার তিন পরিযায়ী শ্রমিকের

মালদা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): উৎসবের মরশুমে মধ্যপ্রদেশে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল মালদার তিন পরিযায়ী শ্রমিকের। মালদার ইংলিশ বাজার ব্লকের অমৃতি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি মৃত তিন পরিযায়ী শ্রমিকের। বিষাদের আবহ তৈরি হয়েছে মৃতদের পরিবার ও এলাকায়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মধ্যপ্রদেশে বিদ্যুতের টাওয়ার ভেঙে মৃত্যু হয় আজমির মোমিন, সিন্টু মোমিন এবং মোবারক নাদাবের।

ইংলিশ বাজার ব্লকের অমৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়া গ্রাম এলাকার বাসিন্দা ছিলেন আজমির মোমিন। ১৬ দিন আগে মধ্যপ্রদেশে সিধি জেলায় বিদ্যুতের টাওয়ার তৈরির কাজে গিয়েছিলেন তিনি। বাড়ি তৈরি করার জন্য দু লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন তিনি। অর্থ উপার্জনের জন্য ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিল তিনি। তাঁর স্ত্রী মিনা বিবি নয় মাসের গর্ভবতী।

অন্যদিকে, একই সঙ্গে ১৬ দিন আগে মধ্যপ্রদেশেই পাড়ি দিয়েছিল অমৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের লালাপুর এলাকার বাসিন্দা সিন্টু মোমিন। বিদ্যুতের টাওয়ার ভেঙে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় তারও। পরিবারে তার তিন নাবালক ছেলে এবং স্ত্রী। বাড়ির গৃহকর্তার মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন গোটা পরিবার। ইংলিশবাজার ব্লকের ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নগরিয়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন মোবারক নাদাব। পরিবারের রোজগারের তিনি ছিলেন একমাত্র উপার্জনকারী। বিদ্যুতের টাওয়ার ভেঙে একই সঙ্গে তারও মৃত্যু হয়।

হাওড়া শাখায় এবার এক ধাক্কায় ৬০টি লোকাল ট্রেন বাতিল

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): হাওড়া শাখায় এবার এক ধাক্কায় ৬০টি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। হাওড়া ও লিলুয়া স্টেশনের মাঝে তৈরি হবে দুই লেনের নতুন ওভারব্রিজ। সে কারণেই শনিবার ও ২০২৫ সালের ২২ জানুয়ারি বুধবার বেশ কিছু লাইনে পাওয়ার ব্লক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জেরে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে বহু ট্রেন।

পূর্ব রেল জানিয়েছে, ব্যান্ডেল থেকে হাওড়াগামী যে ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে সেগুলি হল ট্রেন নম্বর ৩৭২১২, ৩৭২১৪, ৩৭২১৬, ৩৭২১৮, ৩৭২২০, ৩৭২২২, ৩৭২৩০, ৩৭২৩২, ৩৭২৩৬, ৩৭২৪৪, ৩৭২৫০, ৩৭২৫৪, ৩৭২৬৪, ৩৭২৮৮। এছাড়াও বাতিল থাকছে ৩৭০৪২, ৩৭০৪৪, ৩৭০৪৬, ৩৭০৪৮, ৩৭০৫০, ৩৭০৫২, ৩৭০৫৬, ৩৭০৫৮, ৩৭০৬০, ৩৭০৬২, ৩৭০৬৪

বেলুড় মঠ থেকে হাওড়াগামী বাতিল থাকছে, ৩৭১১২, ৩৭১১৮ ও হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল জংশন চলাচলকারী বাতিল থাকবে ৩৭২১৫, ৩৭২৩১, ৩৭২৩৭, ৩৭২৪৩, ৩৭২৪৯, ৩৭২৫৩, ৩৭২৫৫, ৩৭২৫৭, ৩৭২৬৩, ৩৭২৬৭, ৩৭২০১, ৩৭২৭১, ৩৭২৭৫, ৩৭২৭৮। ৩৭০১২, ৩৭০১৪। ৩৭০৪১, ৩৭০৪৩, ৩৭০৪৫, ৩৭০৪৭, ৩৭০৪৯, ৩৭০৫১, ৩৭০৫৫, ৩৭০৫৭, ৩৭০৫৯, ৩৭০৬১, ৩৭০৬৩, ৩৭১১১, ৩৭১১৭, ৩৭০১১, ৩৭০১৩ ট্রেনগুলি।

প্রমাণ করেছেন নেতৃত্ব দৃষ্টিভঙ্গি-নির্ভর, আয়তন-ভিত্তিক নয়, শ্রদ্ধা অভিষেকের

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ডঃ মনমোহন সিং-এর প্রয়াণে শোক জানালেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেক শুক্রবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, "ভারত আজ তার অন্যতম সেরা রাষ্ট্রনায়ককে হারিয়েছে। ডক্টর মনমোহন সিং-এর সামগ্রিক কীর্তি তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে খ্যাতিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। তিনি অর্থনৈতিক সংস্কারের একজন স্থপতি ছিলেন। সেটি আমাদের জাতির ভবিষ্যৎকে নতুন পরিচয় দিয়েছে।

ড. সিং শান্তভাবে শক্তির সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্রমাণ করেছেন যে নেতৃত্বর পরিচয় দৃষ্টিভঙ্গি, আয়তনের নয়। আমার চিন্তা ও প্রার্থনা তাঁর পরিবারের প্রতি। যাঁরা এই গভীর ক্ষতিতে শোক করছেন আমি তাঁদের সাথে রয়েছি।"

Next Date: 07/01/2025
FORM No. 5
PROCLAMATION
REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED
(See section 82)
Chief Judicial Magistrate Establishment, Sonamura
IN THE COURT OF Shri Subhadeep Saha
Chief Judicial Magistrate
CASE NO. PRC(WP) 10 0F 2020

To
The Officer in-charge
Sonamura Police Station

WHEREAS a complaint has been made before me that Rubel Hossain @ Miah S/O khurshed Miah Of Barnarayan Jamaipara P/S Sonamura Tripura has committed the offence of punishable under section 448/326/506/34 of the upon issued Indian Penal Code Act, it has been returned to a warrant of arrest there that the said Rubel Hossain @ Miah cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said accused person has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warranty);

Proclamation is hereby made that the said accused is Rubel Hossain @ Miah S/O khurshed Miah Of Barnarayan Jamaipara P/S Sonamura Tripura required to appear at Chief Judicial Magistrate Sonamura,Sepahijala Tripura before this Court (or before me) to answer the said complaint on the 07h day of January 2025.

Dated, 20....... this........ .....day of......
ICA/D/1567/24

Chief Judicial Magistráte Sepahijala District,Sonamura.
Chef Jodwizl Magistrate, Sepahijab District, Sonamura. Insura.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Scaled quotations are invited from the Bonafide, resourceful and reputed Enterprises/Manpower Agencies/Ex. Paramilitary Association having license issued by Govt. of Tripura/Central Govt. for providing 02 (Two) Nos. Night Guards for all weekdays at the office of the Inspector General of Prisons, Agartala for a period of 11 (Eleven) Months through Outsourcing. The detail specifications, Terms & Conditions in this regard are available in the office of the undersigned and may be collected on any working day from- 11.00 AM to 3.30 PM by 26/12/2024. The quotations will be received on or before- 09/01/2025 up to 3.00 PM in the Prisons Directorate, Agartala. The quotations received after 3.00 PM on the closing date will not be entertained.
ICA/C/3059/24

Head of Office Prisons
Directorate, Agartala.

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে সাত দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ছত্তিশগড়ে

রায়পুর, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুতে ছত্তিশগড়ে ৭ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। এই সময়ে আগামী ১ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে না।

এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফে রাজ্যের সব জেলাশাসকের কাছে নির্দেশনামা জারি করা হয়েছে। সব সরকারি ভবনে এবং যেসব স্থানে নিয়মিতভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, সেখানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। ওই রাজ্যে সরকারি পর্যায়ে কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে না। এছাড়া ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই, উপমুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাও এবং মন্ত্রী ও পি চৌধুরীর সফর ও কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

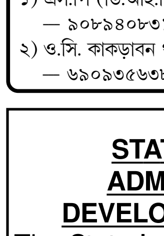

বিজ্ঞপ্তি

Ref :- Kakraban PS U/D Case No-2024 KKB 029 dt. 24/12/2024 U/S=194 BNSS.

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত পুরুষ লোকের মৃতদেহের। যাহার বয়স আনুমানিক ৩৫-৪০ বৎসর, উচ্চতা- ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের বর্ণ কালো, মুখমণ্ডল-গোলাকার, চুল-কালো, পরনে - সাদা রং-এর চেক শার্ট এবং নীল রং-এর পেন্ট। উক্ত পুরুষ লোকের মৃতদেহটি গত ২৪/১২/২০২৪ ইং তারিখে সন্ধ্যাবেলা ৫টা ৪৫ ঘটিকায় কাকড়াবন থানার অন্তর্গত রাজধর নগর এস.বি.আই ইট ভাট্টায় পাওয়া যায়। বর্তমানে উক্ত মৃতদেহটি উদয়পুর টেপানিয়া জেলা হাসপাতালের মর্গে আছে।

উক্ত অপরিচিত পুরুষ লোকটির সম্পর্কে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে অথবা তাহার আত্মীয়স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগের নম্বর ঃ-
১) এস.পি (ডি.আই.বি) গোমতী।
— ৯০৮৯৪০৮৩১০/ ৯৪০২১১৯৬১৩।
২) ও.সি. কাকড়াবন থানা।
— ৬৯০৯৩৫৬৩৮৯।

ICA/D/1574/24

পুলিশ সুপার
উদয়পুর, গোমতী ত্রিপুরা।

STATE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION AND RURAL DEVELOPMENT (SIPARD), AGARTALA

The State Institute of Public Administration and Rural Development (SIPARD), A. D Nagar, Agartala, Tripura- 799003, shall engage one Guest Faculty (Law and Legal Matters) with age below 40 years as on 01.12.2024 (relaxable up to 5 years for SC/ ST/ PH candidates) to conduct at least 4 training courses per month with approximately 30 trainees for each course in various locations covering minimum 12 trainings days every month for 6(six) months initially. The total emoluments payable is 50,000/- (Rupees Fifty Thousand) only per month.

Curriculum vitae with postal address and phone number may be mailed to Director, SIPARD at sipardtri@rediffmail.com by 15.01.25 (05.00 pm). The detailed advertisement is available at https://sipard.tripura.gov.in and in the notice board of SIPARD.

Shortlisted candidates will be informed through letter for further evaluation.
ICA/D/1564/24

Deputy Director,
SIPARD A.D Nagar, Agartala

Ref. No: 19(26)/DIT/SDC/2023 Date: 26.12.2024

Notice Inviting e-Tender

Request for Proposal (RFP) for Engagement of Agency for Supply, Installation, Integration and Commissioning of IT & Security Infrastructure at Tripura State Data Center including its Operation and Maintenance along with application migration to new platform. Detailed RFP document is available at https://tripuratenders.gov.in.

The interested agencies may submit their bids online through https://tripuratenders.gov.in.
1CA/C/3059/24

Sd/-
(Jeya Ragul Geshan B, IFS)
Director, IT
Govt. of Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-18/EE/RDUD/G/2024-25 DATED- 24/12/2024

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 02/01/2025 for the following work-

1. Restoration of RD Store Godown at Killa RD Block H/Q under killa RD Block.(SOR 2023)
2. Restoration/Construction of brick soling road from Lailak PWD road to Baramura Para under Uttar Baramura VC, Killa RD Block.(SOR 2023)

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact
ICA/C/3051/24

Executive Engineer
R.D Udaipur Division Gomati District,Tripura.

কাজের সন্ধান

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র ইনফরমেটিক্স অফিসার (ত্রিপুরা)**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, সম্ভাব্য তারিখ ২২ জুন, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পোর্টস পার্সন, কনস্টেবল, জিডি (বিএসএফ),**
শূন্যপদ ঃ ২৭৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, তবে দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর,
পরীক্ষা, র‍্যালী ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি অফিসার (কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ১১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পরীক্ষা ঃ **ইউজিসি-নেট (সিএসআইআর),**
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে এমএসসি, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ কোনও উর্ধ্বসীমা নেই,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ ১৬-২৮ ফেব্রুয়ারি।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৬৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর,
সরাসরি ইন্টারভিউর দিনক্ষণ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এনডিএ, এনএ-ওয়ান (ইউপিএসসি),**
শূন্যপদ ঃ ৪০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, এবারের পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব সাড়ে ১৮ বছর,
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর,
১৩ এপ্রিলে লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ডিফেন্স সার্ভিস (ইউপিএসসি)**
শূন্যপদ ঃ ৪৫৭টি,
যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রে, তারিখ ১৩ এপ্রিল।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-সি, অ্যাসিস্ট্যান্ট (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৭২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এয়ারম্যান, অ্যাফকেট সার্ভিস (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ৩৩৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট (শিপ-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ২২৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের বহিঃরাজ্যে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট (রাষ্ট্রীয় বীমা),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জানুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **পি.এ জুনিয়র গ্রেড, এলডিসি (ত্রিপুরা হাই কোর্ট),**
শূন্যপদ ঃ ১৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট, শর্ট হ্যান্ড ও কম্পিউটারে টাইপিং দক্ষতা থাকতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জানুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

আগরতলায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ৪৫৭ চাকরি

আগরতলা।। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ডিফেন্স সার্ভিস-এ নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫৭টি, যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ১৩ এপ্রিল। মোট কথা, প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চে চাকরির জন্য গ্র্যাজুয়েট পাশ ৪৫৭ জন তরুণ-তরুণী নেওয়া হবে। শূন্যপদের সংখ্যা আর্মি বা সেনাবাহিনীতে ১০০, নৌবাহিনীতে ৩২, বিমানবাহিনীতে ৩২, অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমিতে পুরুষ - ২৭৫ এবং মহিলা - ১৮। প্রার্থিবাছাইয়ের জন্য একটি লিখিত পরীক্ষা (কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিস এগজামিনেশন (ওয়ান),২০২৫) নেবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পরীক্ষা নেওয়া হবে ১৩ এপ্রিল, ২০২৫ ইং তারিখে।

দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। দরখাস্ত করার আগে নিজের একটি স্থায়ী ইমেল আইডি তৈরি রাখবেন, নামের বানান ও অন্যান্য তথ্যের দিক থেকে পূরণ নিখুঁত করার জন্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রও হাতে কাছে নিয়ে বসবেন। দরখাস্তের নির্ধারিত ফি দিতে পারবেন চালান ডাউনলোড করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বা স্টেট ব্যাঙ্কের কোনও অ্যাসেশিয়েট ব্যাঙ্কের শাখায় নগদে। অনলাইনেও স্টেট ব্যাঙ্কে টাকা দিতে পারেন, অথবা ভিসা/ মাস্টার ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে দেওয়া যায়। বিস্তারিত নির্দেশ সাইটে পাবেন। তফশিলি প্রার্থী বা মহিলাদের পরীক্ষা ফি দিতে হবে না। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। দরখাস্ত করা হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর যত্ন করে টুকে রাখবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা জমা পড়েছে বলে সমর্থিত হবে তবেই দরখাস্ত পাকাপাকিভাবে গ্রাহ্য হবে। তখন রেজিস্টার্ড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে রাখবেন। যাঁদের দরখাস্তের কনফার্মের দেখা যাবে না তাঁদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে দরখাস্তের শেষ তারিখের ২ সপ্তাহের মধ্যে এবং তাঁদের ইমেলে ব্যাক্তিগত ভাবেও জানিয়ে বলা হবে টাকা জমার প্রমাণ ১০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে। দরখাস্তের সঙ্গে কোনও প্রমাণপত্রাদি দাখিল করতে হবে না সাক্ষাৎকারের সময় ওসব লাগবে। এই পরীক্ষার সিলেবাস ও আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়ের জন্য এবং লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি নং ইউ পি এস সি ০৪/২০২৪. সিডিএস - ওয়ান, প্রকাশের তারিখ ২০-১২-২০২৩। দরখাস্ত করতে কোনওরকম সমস্যা হলে কাজের দিনগুলিতে বেলা ১০টা থেকে ৫টার মধ্যে ফোন করতে পারেন ইউপিএসসির টোল ফ্রি নম্বরে।

শূন্যপদগুলি হলো ঃ— ক্রমিক নং (১) ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি ঃ শূন্যপদ ১০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (২) ইন্ডিয়ান ন্যাভাল একাডেমি ঃ শূন্যপদ ৩২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৩) এয়ার ফোর্স ঃ শূন্যপদ ৩২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - বিএসসি পাশ অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৪) অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি (পুরুষ) ঃ শূন্যপদ ২৭৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৫) অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি (মহিলা) ঃ শূন্যপদ ১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। প্রতি ক্ষেত্রেই বয়স ঃ বয়স ঃ ০১-০১-২০২৪ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ২৪ বছর। ওবিসি, এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমায় যথারীতি ছাড় রয়েছে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড লেভেল-১০ অনুযায়ী ৫৬,১০০ - ২,২৫,০০০ টাকা, সঙ্গে অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। আরও বিস্তারিত অর্থাৎ র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী বেতনক্রম দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কললেটারের মধ্যে পরীক্ষার দিনক্ষণ এবং স্থান সমস্ত কিছুই উল্লেখ করা থাকবে। তবে পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়েছে ২০২৫-এর ১৩ এপ্রিল। ত্রিপুরার প্রার্থীরা আগরতলা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন, তবে এর জন্য আগে থেকে দরখাস্ত পূরণ করার সময় পছন্দের পরীক্ষা কেন্দ্রের কথা জানাতে হবে। পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস, নম্বর বিন্যাস ইত্যাদি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে এগুলো আমাদের থেকেও হোয়াটস্অ্যাপে সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বীমায় ৫০০ অফিসার নিয়োগ

আগরতলা।। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে ৫০০ জন নিয়োগ হচ্ছে নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে। এককথায়, কেন্দ্রীয় বীমা অর্থাৎ নিউ ইন্ডিয়া এ.সি.এল-এ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জানুয়ারি, কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ফেইজ-ওয়ান ২৭ জানুয়ারি, কেন্দ্র-আগরতলা, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এন আই এ সি বা নিউ ইন্ডিয়া অ্যাস্যুরেন্সে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-১২-২০২৪-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ৪০ বছর, অর্থাৎ যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এই রকম — মোট ৫০০টি শূন্যপদের মধ্যে এসসিদের জন্য ৯১টি, এসটিদের জন্য ৫১টি, ওবিসিদের জন্য ৪৮টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য ৫০টি এবং অসংরক্ষিত ২৬০টি। এর মধ্যে আবার ৩০টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য। ৫৬টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে এঁদের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিই/ বিসিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ। অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার থাকবে। এসসি/ এসটি / শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের নম্বরের ক্ষেত্রে আবার কিছু ছাড় রয়েছে।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১ জানুয়ারি। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাস্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, ১০০ নম্বরের, সময় ১ ঘন্টা। এতে সফল হলে মূল পরীক্ষা, ২০০ নম্বরের, সময় আড়াই ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, পরীক্ষা কেন্দ্রও রয়েছে আগরতলায়। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ফেইজ-ওয়ান ২৭ জানুয়ারি, ফেইজ-টু ২ মার্চে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারে বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ৭ দিন আগে। নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

ত্রিপুরা হাইকোর্টে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও এলডিসি নিয়োগ

আগরতলা।। ত্রিপুরা হাই কোর্টে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও এলডিসি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। শর্টহ্যান্ড ও কম্পিউটারে টাইপিং জানা হলে অগ্রাধিকার রয়েছে। প্রতি মিনিটে ১০০টি শব্দ শর্টহ্যান্ড স্পিড এবং কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৬০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। এলডিসি পদের জন্য কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জানুয়ারি, পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা হাই কোর্টে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট জুনিয়র গ্রেড এবং এলডিসি পদে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা, শর্টহ্যান্ড ও টাইপিং টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং -এফ. ১৩(১২)- এইচসি/ ২০২৪/ ২৭৭৪৮। প্রার্থীবাছাই হবে দ্বি-স্তরীয় পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে লিখিত পরীক্ষা। এতে সফল হলে অর্থাং নির্দিষ্ট কাট-অফ-মার্কস পেলে ধাপে ধাপে স্টেনোগ্রাফি টেস্টে (ডিক্টেশন এন্ড ট্রান্সস্ক্রিপশন) বসার সুযোগ পাবেন। উপযুক্ত শিক্ষাগত ও কারিগরি যোগ্যতা এবং দক্ষতা থাকলে আগামী ২ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টার মধ্যে কেবলমাত্র অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন। পরীক্ষার ফি — অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের জন্য যথাক্রমে ৫০০ টাকা এবং ৪০০ টাকা। এবং সংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থীদের (তফশিলি জাতি/ তফশিলি উপজাতি ভুক্ত) ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২৫০ টাকা ও ২০০ টাকা।

এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাস পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ২ জানুয়ারি, বিকেল ৫টার মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২ জানুয়ারি, বিকেল ৫টা। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের সময় ডকুমেন্টসের মূল কপি ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। সাক্ষাৎকারের ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্

ফিরে দেখা ২০২৪ : জাতীয় স্তরে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): দেখতে দেখতে আরও একটি বছর শেষ হতে চলল, থেকে গেল বহু স্মৃতি। কিছু স্মৃতি ও প্রাপ্তি এমনও থাকে যে কারণে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকে কোনও একটি বছর। ২০২৪ সাল শেষ হতে আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি, তারপরই ২০২৫ সালকে নতুন করে বরণ করে নেবে ভারত তথা গোটা বিশ্ব। তার আগে ফিরে দেখে যাক ২০২৪ সালে কী কী ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী।

প্রতিটি মাস অনুযায়ী জাতীয় স্তরে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

জানুয়ারি

১ জানুয়ারি - মহাকাশে এক্স-রে উৎসের মেরুকরণ অধ্যয়নের জন্য ইসরোর প্রথম এক্স-রে পোলারিমিটার স্যাটেলাইট এক্সপোস্যাট সফলভাবে উৎক্ষেপণ। নতুন বছরের সূচনাতেই মহাকাশ গবেষণায় সাফল্যের মুখ দেখে ভারত। সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে দেশের প্রথম এক্স-রে পোলারিমিটার স্যাটেলাইট সফলভাবে পাড়ি দেয় মহাকাশে।

২ জানুয়ারি - ভারতীয় ট্রাক চালকদের বিক্ষোভ : হিট-এন্ড-রানের মামলা মোকাবিলার নতুন প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ট্রাকচালকদের দ্বারা বিক্ষোভ সংগঠিত হয়।

৩ জানুয়ারি - উত্তর প্রদেশের জৌনপুরের একটি আদালত ২০০৫ সালের জৌনপুর ট্রেন বোমা হামলায় ১৪ জনের মৃত্যুতে দুই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়।

অসমের গোলাঘাট জেলায় ৪৫ জন যাত্রী বহনকারী একটি বাস একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে ১২ জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হন।

১২ জানুয়ারি - প্রধানমন্ত্রী মোদী মুম্বই ট্রান্স হারবার লিঙ্ক উদ্বোধন করেন, ভারতের দীর্ঘতম সেতু যা মুম্বইকে নভি মুম্বইয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

১৪ জানুয়ারি - রাহুল গান্ধী মণিপুরের ইম্ফল থেকে তার ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করেন।

২২ জানুয়ারি - রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা : উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

২৫ জানুয়ারি - ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ভারতে তাঁর দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরের অংশ হিসাবে জয়পুরে আসেন এবং যন্তর মন্তর থেকে সাঙ্গানারী গেট পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে একটি যৌথ রোড শো করেন।

২৬ জানুয়ারি - ভারতের ৭৫তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপিত হয়, ফরাসি রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁ প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

২৮ জানুয়ারি - ২০২৪ বিহারের রাজনৈতিক সংকট : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার পদত্যাগ করেন, ইন্ডি জোটের জোটের অবসান ঘটান এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন এনডিএ-তে যোগ দিয়ে নবমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

৩০ জানুয়ারি - ছত্তিশগড়ের তেকালগুদেম গ্রামের কাছে নকশাল হামলায় তিনজন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) নিহত হন এবং ১৪ জন আহত হয়।

৩১ জানুয়ারি - ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) একটি জমি কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত একটি অর্থ তছরুপ মামলায় গ্রেফতার করে।

ফেব্রুয়ারি

২ ফেব্রুয়ারি - হেমন্ত সোরেনের গ্রেফতারের পর চম্পই সোরেন ঝাড়খন্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

৬ ফেব্রুয়ারি - মধ্যপ্রদেশের হার্দায় একটি আতশবাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ১১ জন প্রাণ হারান। ১০০ জনেরও বেশি আহত এবং ৬০টি আশেপাশের বাড়িগুলি পুড়ে যায়।

জাতীয় নির্বাচন কমিশন অজিত পওয়ারের দলকে এনসিপি হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং শরদ পওয়ারের শিবিরকে একটি নতুন নাম তৈরির নির্দেশ দেয়।

৭ ফেব্রুয়ারি - উত্তরাখন্ড বিধানসভা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) বিল ২০২৪ পাশ করে, যার ফলে উত্তরাখন্ড ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে ইউসিসি পাশ করে।

৮ ফেব্রুয়ারি - ২০২৪ হলদওয়ানি হিংসা : আদালতের নির্দেশের পর একটি বেআইনি মাদ্রাসা ধ্বংস করার পরে উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানিতে হিংসা এবং পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে চারজন নিহত এবং ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়, স্কুলও বন্ধ থাকে। অনেক দিন উত্তেজনাপ্রবণ পরিস্থিতি থাকে।

১২ ফেব্রুয়ারি - কাতারে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে প্রাথমিকভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পর মুক্তিপ্রাপ্ত আট ভারতীয় নৌসেনার মধ্যে সাতজন ভারতে পৌঁছন।

ভারতীয় কৃষকদের প্রতিবাদ : ন্যূনতম সহায়ক মূল্য এবং কৃষি ঋণ মকুবের দাবিতে পঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকদের দ্বিতীয় দফা বিক্ষোভ ও রাস্তা অবরোধ শুরু হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি - নির্বাচনী বন্ড নিয়ে যুগান্তকারী রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। নির্বাচনী বন্ডকে সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাংবিধানিক, স্বেচ্ছাচারী এবং তথ্যের অধিকার লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করে।

দিল্লির আলিপুরে একটি রঙের কারখানায় আগুন লাগে, অগ্নিকাণ্ডে ১১ জন মারা যান এবং ৪ জন আহত হন।

১৭ ফেব্রুয়ারি - ইসরো ইনস্যাট-৩ডিএস আবহাওয়া উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে।

২০২৪ বিরুধুনগর বিস্ফোরণ: তামিলনাড়ুর বিরুধুনগর জেলায় একটি আতশবাজি কারখানা বিস্ফোরণে ১০ জন নিহত এবং সাতজন আহত হন।

২৩ ফেব্রুয়ারি - কৃষকদের প্রতিবাদ: চলমান বিক্ষোভের মধ্যে একজন কৃষক মারা যান, মৃতের সংখ্যা পাঁচ।

২৪ ফেব্রুয়ারি — উত্তর প্রদেশের কাসগঞ্জ জেলায় হিন্দু পুণ্যার্থী বোঝাই একটি ট্রাক্টর উল্টে এবং একটি পুকুরে পড়ে ২৩ জন মারা যান। ৯ জন আহত হন এই দুর্ঘটনায়।

২৫ ফেব্রুয়ারি - প্রাক্তন বিধায়ক এবং তৎকালীন আইএনএলডি রাজ্য সভাপতি নাফে সিং রাঠীকে হরিয়ানার ঝাজ্জার জেলার বাহাদুরগড়ে গুলি করে হত্যা করা হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি - রাজ্যসভা নির্বাচন: রাজ্যসভার ২৪৫ সদস্যের মধ্যে ৬৫ জনকে নির্বাচন করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

মার্চ

১ মার্চ - বেঙ্গালুরু ক্যাফে বোমা বিস্ফোরণ : বেঙ্গালুরুতে একটি ক্যাফেতে একটি ইম্প্রোভাইজড বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণের পরে কমপক্ষে আটজন আহত হয়। এই ঘটনা অনেক দিন ধরেই আলোচিত হয়েছিল।

৯ মার্চ - নির্বাচন কমিশনার অরুণ গোয়েল সাধারণ নির্বাচনের আগে পদত্যাগ করেন।

১১ মার্চ - ভারত সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাস্তবায়নের ঘোষণা করে। এর ফলে ভারতের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে ধর্মের (হিন্দু, শিখ, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং পার্সি-সহ) ভিত্তিতে আসা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়।

১৪ মার্চ - নির্বাচন কমিশন স্টেট ব্যাঙ্কের জমা দেওয়া নির্বাচনী বন্ডের তথ্য প্রকাশ করে।

১৬ মার্চ - মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার লোকসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।

২১ মার্চ - অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতার : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লি আবগারি নীতি মামলার সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দ্বারা গ্রেফতার হন।

২৬ মার্চ -সোনম ওয়াংচুক লাদাখকে রাজ্যের দাবিতে তার ২১ দিনের অনশন শেষ করেছেন।

এপ্রিল

৩ এপ্রিল — ঔরঙ্গাবাদে একটি দর্জির দোকানে আগুনে দুই শিশু-সহ সাতজন নিহত হয়।

১৪ এপ্রিল — বিজেপি ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের জন্য "সংকল্প পত্র" নামে দলের ইস্তেহার প্রকাশ করে।

১৬ এপ্রিল - শ্রীনগরের ঝিলম নদীতে একটি নৌকাডুবির ঘটনায় অন্তত ৬ জন নিহত এবং তিনজন নিখোঁজ হন।

২০২৪ কাঙ্কের সংঘর্ষ : ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলায় পুলিশ অভিযানের সময় ২৯ জন নকশাল নিহত এবং নিরাপত্তা বাহিনীর তিন সদস্য আহত হয়।

১৯ এপ্রিল - ২০২৪ অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৪ সিকিম বিধানসভা নির্বাচন

২৯ এপ্রিল - ভারতে তাপের দাপট : ভারত জুড়ে তাপপ্রবাহের কারণে দক্ষিণ ভারতে আরও দু"জনের মৃত্যু হয়।

মে

১ মে - বোমার হুমকি : দিল্লির প্রায় ১৫০টি স্কুল বোমার হুমকি পেয়েছিল, যা জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

১০ মে - সুপ্রিম কোর্ট অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দিল্লির আবগারি নীতি মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেয়, তাকে লোকসভা নির্বাচনে প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়।

ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তা বাহিনী ১২ জন মাওবাদীকে হত্যা করেছে।

১৩ মে - ১ জুন - ২০২৪ ওড়িশা বিধানসভা নির্বাচন

মুম্বই হোর্ডিং ভেঙে বিপত্তি : মুম্বাইয়ের ঘাটকোপার শহরতলিতে একটি অবৈধ হোর্ডিং একটি গ্যাস স্টেশনে ধসে পরে ১৭ জন নিহত এবং ৭৪ জন আহত হন।

২০২৪ অন্ধ্র প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন।

১৯ মে - পুনে পোর্শে গাড়ি দুর্ঘটনায় দুই আইটি পেশাদারের মৃত্যুর পর বিতর্ক শুরু হয়।

২১ মে - হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুর পর ভারত সরকার দেশে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করে।

২৩ মে - থানে বিস্ফোরণ: ডোম্বিভলিতে একটি রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরিত বয়লারের কারণে আগুন লেগে কমপক্ষে ৯ জন নিহত এবং ৬৪ জন আহত হয়।

২৫ মে - রাজকোট গেমিং জোন আগুন: গুজরাটের রাজকোটে একটি গেমিং জোনে আগুনে নয় শিশুসহ অন্তত ৩৩ জন নিহত হয়।

পূর্ব দিল্লির শাহদারায় একটি হাসপাতালে শিশুর পরিচর্যা কেন্দ্রে আগুনে অন্তত সাত শিশুর মৃত্যু হয়।

৩০ মে - পুণ্যার্থীদের একটি বাস জম্মু ও কাশ্মীরে একটি খাদে পরে যায়, ২১ জন মারা যান এবং ৩৫ জন আহত হন।

৩১ মে — প্রজ্জ্বল রেভান্না, জনতা দল (সেকুলার) প্রতিনিধিত্বকারী কর্ণাটকের সাংসদ যৌন নিপীড়নের অভিযোগে বেঙ্গালুরুতে গ্রেফতার হন।

জুন

৪ জুন — লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্রে সরকার গঠন করে এনডিএ জোট।

২০২৪ নিট বিতর্ক: নিট পরীক্ষায় অস্বাভাবিক ফলাফল এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ সহ অসঙ্গতি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১৭ তম লোকসভা ভেঙে দেন।

৬ জুন - উত্তরাখণ্ড তুষারধস বিপর্যয়: উত্তরাখণ্ডে তুষারধসে কর্ণাটকের ৯ জন ট্রেকার মারা যান।

৯ জুন - রিয়াসি সন্ত্রাসী হামলা: জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি কাছে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিরা পুণ্যার্থীদের বাসে হামলা চালায়, বাসে হামলার পর ৯ জন নিহত এবং ৩৩ জন আহত হন।

নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয় মেয়াদে শপথ গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরাও শপথ নেন।

১১ জুন - কন্নড় সিনেমার অভিনেতা দর্শনকে একটি হত্যা মামলায় কর্ণাটক পুলিশ গ্রেফতার করে।

১৪ জুন - উত্তর-পূর্ব ভারতে বিপর্যয় : ভারী বর্ষণ এবং ভূমিধসে সিকিম জুড়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়।

১৭ জুন— পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের সঙ্গে একটি মালগাড়ির সংঘর্ষে ১৫ জন নিহত এবং ৬০ জন আহত হন।

২২ জুন — সুবোধ কুমার সিংকে নিট বিতর্কের কারণে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির মহাপরিচালক পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়।

২৭ জুন — রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১৮তম লোকসভার সূচনা করেন।

২৮ জুন --- ভারী বৃষ্টির মধ্যে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১-এর ছাদ ধসে একজনের মৃত্যু হয়।

২৯ জুন - বিরুধুনগর বিস্ফোরণ: তামিলনাড়ুর বিরুধুনগর জেলায় একটি আতসবাজির কারখানায় বিস্ফোরণ, ৬ জন নিহত এবং একজন আহত হয়েছেন।

জুলাই

১ জুলাই — ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং ২০২৩ সালে পাস করা অন্যান্য দুটি আইন দেশের ফৌজদারি কোড হিসাবে কার্যকর হয়, ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং ঔপনিবেশিক যুগে প্রণীত সম্পর্কিত আইনগুলি প্রতিস্থাপন করে।

২ জুলাই — উত্তর প্রদেশে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানি : উত্তর প্রদেশের হাথরাস জেলার সিকান্দ্রা রাউ এলাকার মধ্যে রতি ভানপুর গ্রামে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে ১২৩ জন মারা যান।

২-৩ জুলাই - ভারত-বাংলাদেশ বন্যা: অসম এবং অরুণাচল প্রদেশে বন্যা ও ভূমিধসের কারণে কমপক্ষে ১৬ জন নিহত হয়েছে এবং আরও বহু গৃহহীন হয়ে পড়েন।

৬ জুলাই - সুরাট বহুতল ভেঙে বিপর্যয় : গুজরাটের সুরাটে একটি আবাসিক ভবন ভেঙে কমপক্ষে ৭ জন নিহত এবং ১৫ জনেরও বেশি আহত হন।

৭ জুলাই — জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় দু"টি পৃথক এনকাউন্টারে দুই সেনা এবং ছয় জঙ্গি নিহত হয়।

৮ জুলাই — জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় জঙ্গিদের অতর্কিত হামলায় পাঁচ সেনা নিহত হয়।

১০ জুলাই — উত্তর প্রদেশে একটি দুধের ট্রাকের সঙ্গে একটি ডাবল ডেকার বাসের সংঘর্ষে ১৮ জন নিহত হয়।

১৪ জুলাই - ইসরো সফলভাবে চন্দ্রযান তিন উৎক্ষেপণ করে।

উত্তরপ্রদেশের গোন্ডায় ডিব্রুগড়-চন্ডিগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের বারোটি বগি লাইনচ্যুত হয়, যার ফলে কমপক্ষে চারজন নিহত এবং ২৫ জন আহত হয়।

ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় মাওবাদীদের হামলায় দুই জওয়ান নিহত ও চারজন আহত হন।

৩০ জুলাই: ওয়ানাড ভূমিধস - কেরলের ওয়ানাড জেলায় ভূমিধসের ফলে কমপক্ষে ২৩১ জন নিহত, ৩৯৭ জন আহত এবং ১১৮ জন নিখোঁজ।

ঝাড়খণ্ডের বারাবাম্বুর কাছে একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়, এতে দুইজন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়েছে।

আগস্ট

১ আগস্ট — দিল্লি এবং উত্তর ভারতে প্রবল বর্ষণ ও বন্যায় ১১ জন নিহত হন এবং হিমালয় ও এর আশেপাশে ২৫০ জনেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ হন।

৯ আগস্ট — কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দেশজুড়ে ক্ষোভের জন্ম নেয়।

১২ আগস্ট — বিহারের জেহানাবাদ জেলার বাবা সিদ্ধনাথ মন্দিরে একটি ফুল বিক্রেতা এবং হিন্দু উপাসকদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে পদপিষ্ট হয়ে সাতজন নিহত এবং ১০ জন আহত হন।

২১ আগস্ট — অন্ধ্রপ্রদেশের আনাকাপল্লি জেলায় একটি ওষুধ কারখানায় বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১৮ জন নিহত এবং ৩৭ জন আহত হন।

২৯ আগস্ট - গুজরাটে বন্যা সংক্রান্ত কারণে ২৮ জন মারা যান।

সেপ্টেম্বর

৭ সেপ্টেম্বর - মণিপুরের জিরিবাম জেলায় কুকি এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত পাঁচজন নিহত হন।

লখনউতে একটি বাড়ি ভেঙে অন্তত আটজন নিহত হন।

১০ সেপ্টেম্বর — জাতিগত হিংসার কারণে মণিপুরে পাঁচ দিনের কারফিউ এবং ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট আরোপ করা হয়।

১৩ সেপ্টেম্বর - জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ারে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে দুই সেনা নিহত হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর --- অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পদত্যাগের ঘোষণা করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন অতিশী মারলেনা।

১৮ সেপ্টেম্বর-৬ অক্টোবর - জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচন : কংগ্রেস এবং জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সের মধ্যে জোট ৯০টি আসনের মধ্যে ৪৮টিতে জয়লাভ করে।

১৯ সেপ্টেম্বর - তিরুপতি মন্দিরে লাড্ডু বিতর্ক।

অক্টোবর

৫ অক্টোবর — মাওবাদীদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর অভিযান : ছত্তিশগড়ের আবুঝমারহ বনাঞ্চলে জেলা রিজার্ভ গার্ড এবং বিশেষ টাস্ক ফোর্স-এর অভিযানে ৩৬ জনেরও বেশি মাওবাদী নিহত হয়।

২০২৪ হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচন: বিজেপি রেকর্ড তৃতীয় মেয়াদে রাজ্য বিধানসভার নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে, ৯০টির মধ্যে ৪৮টি আসন জিতেছে।

১২ অক্টোবর — মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন রাজ্য মন্ত্রী বাবা সিদ্দিককে মুম্বইতে গুলি করে হত্যা করা হয়।

১৮ অক্টোবর — জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সন্দেহভাজন জঙ্গিদের হাতে বিহারের একজন পরিযায়ী শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা হয়।

২০ অক্টোবর — জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গিদের হামলায় একটি টানেল প্রকল্পের সাতজন শ্রমিক নিহত হন।

২৫ অক্টোবর — ঘূর্ণিঝড় দানা ওড়িশায় আছড়ে পড়ে।

২৭ অক্টোবর - মুম্বইয়ের বান্দ্রা টার্মিনাস রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে। তাতে অনেকে আহত হন।

২৮ অক্টোবর - এয়ারবাস এবং টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমের মধ্যে যৌথ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ভাদোদরায় ভারতে প্রথম ব্যক্তিগত সামরিক বিমান উৎপাদন সুবিধা উদ্বোধন করা হয়।

২৯-৩১ অক্টোবর — মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় ন্যাশনাল পার্কে খারাপ বাজরা থেকে সন্দেহজনক ছত্রাকের বিষক্রিয়ায় অন্তত দশটি হাতি মারা যায়।

নভেম্বর

৩ নভেম্বর — শ্রীনগরের একটি বাজারে গ্রেনেড হামলায় ৯ জন আহত হন।

৪ নভেম্বর — উত্তরাখণ্ডে একটি খাদে পড়ে যাওয়ায় ৩৬ জন মারা যান, ২৭ জন আহত হন।

১১ নভেম্বর - এয়ার ইন্ডিয়ার সাথে একীভূতকরণ চুক্তির পর নয় বছর অপারেশন চলার পর ভিস্তারা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

১৩ নভেম্বর — সুপ্রিম কোর্ট ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্তদের বাড়িঘর ধ্বংস করাকে বেআইনি ঘোষণা করে।১৩-২০ নভেম্বর - ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচন: ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা নেতৃত্বাধীন জোট ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৫ নভেম্বর — ঝাঁসির একটি হাসপাতালের নবজাতক ওয়ার্ডে আগুনে অন্তত ১০টি শিশু মারা যায়।

১৬ নভেম্বর — ভারত সফলভাবে প্রথম হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে।

২০ নভেম্বর - মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচন: বিজেপি-নেতৃত্বাধীন জোট মহারাষ্ট্র বিধানসভায় বিপুল বিজয় লাভ করে।

২৪ নভেম্বর --- উত্তর প্রদেশের সম্ভলে একটি মসজিদে আদালত-তত্ত্বাবধানে সমীক্ষার সময় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে, তাতে চারজন নিহত হয়।

৩০ নভেম্বর — ঘূর্ণিঝড় ফেঙ্গল তামিলনাড়ুতে স্থলভাগে আঘাত হানে, ৩ জন নিহত হয়।

ডিসেম্বর

৩ ডিসেম্বর — চট্টগ্রামে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আগরতলায় বাংলাদেশি কনস্যুলেটে হামলা।

১১ ডিসেম্বর — সঞ্জয় মালহোত্রা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর হিসেবে অভিষিক্ত হন।

১২ ডিসেম্বর - চেন্নাইয়ের ১৮ বছর বয়সী গুকেশ ডোমমারাজু বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার সর্বকনিষ্ঠ খ্যাতি অর্জন করেন।

১৩-১৪ ডিসেম্বর - অভিনেতা আল্লু অর্জুন গ্রেফতার করা হয়, এক রাত জেলে থেকে তিনি জামিনও পেয়ে যান।

১৮ ডিসেম্বর - মুম্বইয়ে বোট দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়।

১৯ ডিসেম্বর - জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে পাঁচ জঙ্গি নিহত হয়।

ফিরে দেখা ২০২৪, বিষয় : শান্তিচুক্তি এবং উগ্রপন্থীদের সমাজের মূলস্রোতে প্রত্যাবর্তন

গুয়াহাটি, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : বিষয় শান্তিচুক্তি এবং উগ্রপন্থীদের সমাজের মূলস্রোতে প্রত্যাবর্তনের কয়েকটি খবর।

মন (নাগাল্যান্ড), ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : আসাম রাইফেলসের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিলের সক্রিয় চার ক্যাডারের।

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : ত্রিপুরার ধলাই জেলার অন্তর্গত চাউমানু এলাকায় বর্ডার আউট পোস্টে বিএসএফ-এর কাছে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা - বিএম (এনএলএফটি-বিএম)-এর এক উগ্রপন্থীর আত্মসমর্পণ।

আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : আগ্নেয়াস্ত্র সহ ত্রিপুরা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ জঙ্গি সংগঠন 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা' (এনএলএফটি)-র পিডি গ্রুপের পাঁচ ক্যাডার নেতাজয় রিয়াং (৩৩), মহেন্দ্র রিয়াং (৩৬), সুকুমার রিয়াং (২৭), কিরণজিৎ রিয়াং (২০) এবং বিষ্ণুওরাম রিয়াং ২৬)-এর। নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার উপস্থিতিতে নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় ও ত্রিপুরা সরকার এবং দুটি জঙ্গি গোষ্ঠী ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (এনএলএফটি) এবং অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এটিটিএফ)-এর মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত।

"দেশের অর্থনীতির নতুন যুগের সূচনাকারী", ডঃ মনমোহন সিং-এর প্রয়াণে শোক কুণালের

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ডঃ মনমোহন সিং-এর প্রয়াণে শোক জানালেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

কুণাল সংসদ অধিবেশনে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক ফ্রেমে দেওয়া ছবি-সহ শুক্রবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, "ডঃ মনমোহন সিং প্রয়াত। তিনি শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন না, তিনি দেশের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান। নরসিংহ রাওয়ের মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী হিসেবে উদারনীতি, সময়োপযোগী সংস্কারের পথপ্রদর্শক। দেশের অর্থনীতির নতুন যুগের সূচনাকারী।

পরে ২০০৪-২০১৪, দশ বছরের প্রধানমন্ত্রী। পন্ডিত, বিনয়ী, আপাদমস্তক ভদ্রলোক, মিতভাষী মানুষটিকে তাঁর দল প্রয়োজনে সামনে এনেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাপ্য সম্মান যথাযথভাবে দিয়েছিল কি না, বিতর্ক থাকবেই। ডঃ সিংয়ের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা। আজকের রাজনীতিতে বিরলের মধ্যে বিরলতম মানুষটির মূল্যায়নের কাজ আশা করি আগামী দিনে হবে।"

"তাঁর চলে যাওয়া আমাদের এক বিরাট ক্ষতি", মনমোহন সিংকে শ্রদ্ধা দ্রৌপদী মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

রাষ্ট্রপতি শুক্রবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, "প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং জি সেই বিরল রাজনীতিবিদদের মধ্যে একজন যিনি পড়াশোনা এবং প্রশাসনের জগতে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করেছিলেন। সরকারিভাবে তাঁর ভূমিকা ছিল বিভিন্ন রকম। তিনি ভারতীয় অর্থনীতির সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

জাতির সেবা, নিখুঁত রাজনৈতিক জীবন এবং পরম বিনয়ের জন্য তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর চলে যাওয়া আমাদের সবার জন্য এক বিরাট ক্ষতি। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্রদের অন্যতম। তাঁকেআমি শ্রদ্ধা জানাই। আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ভক্তদের প্রতি।

ফিরে দেখা ২০২৪, বিষয় রাজনৈতিক বিষয়ক

গুয়াহাটি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : কালচক্র অতিক্রম করে পেরিয়ে গেল আরও একটি বছর, ২০২৪। বিদায়ী এক বছরে গোটা বিশ্বে বহু ঘটনা পরিঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে ধরনের সহস্রাধিক খবরের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু খবরও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ২০২৪-এর ফ্ল্যাশব্যাকে রাজনীতি বিষয়ক কয়েকটি খবর, যেগুলো স্মৃতিতে অমোঘ হয়ে আছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার ...

হাফলং (অসম), ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : ৮ জানুয়ারি উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে বিজেপি ২৮-এর মধ্যে ২৫টি আসনে জয়ী হয়ে একক সংখ্যা গরিষ্ঠাতা অর্জন করে ফের ক্ষমতায় এসেছে।

গুয়াহাটি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি)-র সাধারণ সম্পাদক তথা প্রধান মুখপাত্র অপূর্বকুমার ভট্টাচার্য।

ইমফল, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : দলের কেন্দ্রীয় এবং প্রদেশ নেতা ও কর্মীদের উপস্থিতিতে মণিপুরের থউবাল জেলার অন্তর্গত খংজামে বেসরকারি ময়দান থেকে 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' শুরু করেছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধী এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

গুয়াহাটি, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : দল থেকে ইস্তফা প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বিস্মিতা গগৈয়ের।

গুয়াহাটি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি-র কার্যনির্বাহী সভাপতি পদে ইস্তফা।

গুয়াহাটি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ উত্তরপূর্বের সাত রাজ্য যথাক্রমে অসমের পাঁচ, অরুণাচল প্রদেশের দুই, মণিপুরের দুই, মেঘালয়ের দুই, মিজোরামের এক, নাগাল্যান্ডের এক, ত্রিপুরার দুই এবং সিকিমে।

গুয়াহাটি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় পাঁচ আসনে ভোটগ্রহণ।

গুয়াহাটি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান 'অসম তৃণমূল কংগ্রেস' (টিএমসি)-এর সভাপতি রিপুন বরার।

গুয়াহাটি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ছয় বছরের জন্য 'অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট' (এআইইউডিএফ)-এর প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কৃত হাইলাকান্দির বিধায়ক জাকির হুসেন লস্কর।

গুয়াহাটি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : দলবিরোধী (অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট, এআইইউডিএফ) কার্যকলাপে জড়িত অভিযোগে আলগাপুরের বিধায়ক নিজাম উদ্দিন চৌধুরী ছয় বছরের জন্য বহিষ্কৃত।

অটল বিহারি বাজপেয়ী এবং সুশাসন দিবস স্মরণ তরুণজ্যোতির

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর শায়রীর উক্তি-সহ তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্য যুব জনতা মোর্চার সহ সভাপতি তরুণজ্যোতি তিওয়ারি।

তরুণজ্যোতি এক্সবার্তায় লিখেছেন, 'দাঁওঁ পার সব কিছু লাগা হে, রুক নেহি সাকতে,
টুট সাকতে হ্যাঁ মাগার হাম ঝুক নেহি সাকতে।'
শ্রদ্ধেয় শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী

ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ভারতরত্ন, এবং এক অনন্য রাজনৈতিক ও কাব্যিক ব্যক্তিত্ব, স্বর্গীয় শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী মহাশয়ের ১০০ তম জন্মদিনে তাঁকে জানাই কোটি কোটি প্রণাম।

তাঁর ঐতিহাসিক অবদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:
- সর্বশিক্ষা অভিযান, যা শিক্ষাকে সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছে।
- অর্থনৈতিক সংস্কার, যা দেশের অর্থনীতিকে মজবুত ভিত্তি দিয়েছে।
- টেলিকম বিপ্লব, যা আজকের ডিজিটাল যুগের রূপরেখা তৈরি করেছে।
- সড়ক উন্নয়ন ও সোনালী চতুষ্কোণ প্রকল্প, যা যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে।
- পরমাণু শক্তিধর ভারত, যার মধ্যে পোখরান পরীক্ষার সাহসী পদক্ষেপ রয়েছে।
- কারগিল যুদ্ধ-এ সাহসী নেতৃত্ব এবং বৈজ্ঞানিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, যা দেশের অগ্রগতির দিশা দেখিয়েছে।

তাঁর শাসনামলে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্ব ভারতকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। ২০১৪ সাল থেকে, তাঁর জন্মদিনটি "ওদ্রদ্রত্ম ওদ্রন্তত্রন্দ্রথদ্রত্বত্র ঙ্গথা" হিসাবে পালিত হচ্ছে, যা সুশাসনের প্রতিশ্রুতির প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে দৃঢ় করে।

আজকের দিনে, এই মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করার সংকল্প করি। সকলকে ওদ্রদ্রত্ম ওদ্রন্তত্রন্ক্ষ্ম দ্রথদ্রত্বত্র ঙ্গথা-এর আন্তরিক শুভেচ্ছা।"

শৈত্যপ্রবাহ উপত্যকা জুড়ে, তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে

শ্রীনগর, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): শীতের দাপটে শ্রীনগরের ডাল লেক জমে আগেই বরফে পরিণত হয়েছে। শুক্রবারও বরফ জমা ডাল লেকের ছবি দেখা গেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। দেখা যাচ্ছে, বরফ সরিয়ে নৌকা চালাতে হচ্ছে সেখানে।

জানা গেছে, প্রবল ঠান্ডার কারণে এখানে সমস্যা বাড়ছে মানুষের। জলের পাইপ জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ পর্যাপ্ত না হওয়ায় ঘর গরম রাখতে বহু জায়গায় মাটির উনুনই ভরসা।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীনগরের তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৭.৩ ডিগ্রি, গুলমার্গ এ ছিল মাইনাস ৬, পহেলগামে ৮.৬, কাজিগুন্ড ও কোকেরনাগ এলাকায় যথাক্রমে মাইনাস ৭ ও ৯ ডিগ্রি।

শুক্রবারও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন রাজধানীর একাধিক এলাকা, উদ্বিগ্ন দিল্লিবাসীরা

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বিগত মাস থেকেই দিল্লির বাতাসের গুণমান ক্রমশ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। শুক্রবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। দূষণে জেরবার দিল্লির বাসিন্দারা। এদিন সকালে রাজধানীর কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টি হয়েছে। তবে তাতে বাতাসের গুণগতমানের বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। শুক্রবার সকালেও কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল দিল্লির একাধিক এলাকা। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশের জাতীয় রাজধানীর বাসিন্দারা। এদিন সকালে দিল্লির তাপমাত্রা ছিল ১২ ডিগ্রি। এদিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

করছে। বহি:রাজ্যের যুবক যুবতীরা বাঁকা পথে পিআরটিসি বানিয়ে রাজ্যে চাকুরী নিচ্ছেন। আসলে বিজেপি সরকার এখন দুর্নীতির আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। এই রাজ্যে রাখার বিনিময়ে সরকারী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়।

এদিন মানিক সরকার বলেন, বিগত ৪১ বছরে ত্রিপুরাবাসী ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হয় নি। বন্যার ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজ্যবাসী। কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের উৎসবে সামিল হতে পারছেন না। কিন্তু অন্যদিকে রাজ্যের মন্ত্রীরা নিজেদের আনন্দে মেতে উঠেছেন। তাই এরকম পরিস্থিতে দাঁড়িয়ে জনগণকে একত্রে প্রতিবাদে সামিল হতে হবে।

তাঁর কথায়, তিপরা মথা বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে বৈতরণী পার করতে সাহায্য করেছিল তিপরা মথা না হলে বিজেপির হার নিশ্চিত ছিল। এখন রাজ্যে দাঙ্গা বাধানোর জন্য তাঁরা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছেন। বিজেপি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ তৈরী করার কাজ করছে। এর এদিকে তিপরা মথা জাতি জানজাতিদের মধ্যে বিবাদ লাগানোর ষড়যন্ত্র করছে। কারণ, তাঁরা বুঝে গেছে শুধু প্রতারণরা করে সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, একে অপরের বিরুদ্ধে বিবাদ তৈরী করতে হবে।

এদিন তিনি আরো বলেন, রাজ্যে দুর্নীতি চরম সীমানায় পৌঁছে গিয়েছে। এদিকে এডিসিতেও একই অবস্থা চলছে। মাসের শেষে এডিসিতে কর্মরত কর্মীরা বেতন পাচ্ছেন না। এডিসিতে বেহাল দশাই চলছে। এদিন তিনি তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেবর্মণকে একহাত নিয়েছেন। তাঁর কটাক্ষ, জনসম্মুখে প্রদ্যোত কিশোর দেবর্মণ দাবি করেন রাজ্যের ১৫ লক্ষ জনজাতিদের সুরক্ষা জন্য একমাত্র তিনিই চিন্তাভাবনা করছেন। কিন্তু আসলে তিনি জনজাতিদের উন্নয়নে একটি কাজও করেন নি। দুইদিন পর পর নতুন নতুন স্লোগান নিয়ে হাজির হচ্ছেন। কিন্তু তিনি জানেন না জনশিক্ষা সমিতি বহু বছর থেকে জনজাতিদের শিক্ষা , বাসস্থান এবং মৌলিক অধিকারের জন্য লড়াই করে আসছে। এদিন তিনি বলেন, জনশিক্ষা সমিতির একমাত্র লক্ষ্য ছিল জনজাতিদের অধিকার প্রদান করা। কিন্তু জনগণের সমস্যা নিরসনের জন্য জাতি জনজাতি একত্রে লড়াই করতে হবে।

উপরাষ্ট্রপতি

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বার্ধ্যকজনিত অসুস্থতার জন্য চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) বাড়িতে হঠাৎই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। রাত ৮.০৬ মিনিট নাগাদ তাঁকে নতুন দিল্লির এইমস-এ মেডিকেল ইমার্জেন্সিতে আনা হয়েছিল। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি এবং রাত ৯.৫১ মিনিট নাগাদ তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে দেশের রাজনৈতিক মহলে।

রাহুল

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধায়, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। এদিন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মরয্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে ৭ দিনের রাষ্ট্রীয় শোকের ঘোষণা করা হয়েছে। কংগ্রেসের তরফেও যাবতীয় কর্মসূচি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কেনার আগে সতর্ক হোন তিনদিনের ক্রেতা সুরক্ষা মেলায় ক্রেতাদের কাছে আহ্বান

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা ও উপভোক্তা বিভাগের উদ্যোগে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তিনদিনের মেলা শুরু হয়েছে। ৯৭ টি স্টল যোগদান করেছে। উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। বিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন ছাড়াও রাজ্য মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। চলতি বছরে ক্রেতা সুরক্ষা মেলার আয়োজক উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ। প্রতিবারের মতো এবার ক্রেতা সুরক্ষা মেলার সমাপ্তি শনিবার। মঞ্চে উপবিষ্ট মন্ত্রী ও বিধায়ক, পুরপিতা ও পুরমাতা এবং বিশিষ্টদের উত্তরীয় ও গাছের চারা দিয়ে উপভোক্তা বিভাগের মহিলা সদস্যরা সম্মাননা জানায়। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন বিভাগীয় প্রধান সচিব নীলম মিনা জানিয়েছেন - যে কোনও কিছু কেনার সময়েই বঞ্চিত হচ্ছে কিনা গ্রাহকদের দেখে ও বুঝে নিতে হবে। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে ক্রেতাসুরক্ষা বিভাগের তরফ থেকে সচেতন করা হয়, এতদসত্বেও বঞ্চিতরা জেলাস্তরে বিভাগীয় আধিকারিকদের কাছে তৎক্ষণাৎ গিয়ে সংশ্লিষ্ট বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে আবেদন জানাতেই পরামর্শ। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেছেন, ক্রেতাদের সচেতন হতে হবে। যে কোনও জিনিস কেনার সময় প্রাপ্ত রসিদ নিয়েই আবেদন জানাতে হবে বিভাগীয় আধিকারিকদের কাছে।

জয়দেব - কেন্দুলি রামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী গৌরানন্দজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

কেন্দুলি, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : বীরভূমের ইলামবাজার ব্লকের জয়দেব - কেন্দুলিস্থিত শুক্রবার রামকৃষ্ণ আশ্রমের শীর্ষসেবক স্বামী গৌরানন্দজীর স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি মাসের ১৫ তারিখ ১০১ বছর বয়সে কলকাতা বরানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সংঘপতি তথা বীরভূমের জয়দেব শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের শীর্ষসেবক স্বামী গৌরানন্দ মহারাজের দেহ লীন হয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর, সোমবার রাত ৩.২৫ মিনিটে বীরভূমের জয়দেব আশ্রমে তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। এদিন ১৩ দিনের মাথায় সংঘপতি স্বামী গৌরানন্দজীর প্রতি স্মরণ শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান নিবেদিত হয় জয়দেব রামকৃষ্ণ আশ্রমে। দূরদূরান্ত থেকে দুই শতাধিক সাধু সন্ন্যাসী সেইসঙ্গে কয়েক হাজার ভক্ত এবং শিষ্য ও পুণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন বরানগর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের সহ-সভাপতি স্বামী সত্যপ্রকাশ আনন্দ মহারাজ। সাঁইথিয়া রামকৃষ্ণ আশ্রমের শীর্ষসেবক স্বামী ধ্রুবানন্দ উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সূচনা পর্বে এরপর গৌরানন্দজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক প্রদান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়েছে। এদিন শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ভক্ত শিষ্য ভাণ্ডারার প্রসাদ গ্রহণ করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বরানগর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ, খয়রাশোল গীতাভবনের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সংঘের শুভানন্দ মহারাজ, দুবরাজপুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের শীর্ষসেবক স্বামী সত্যশিবানন্দ মহারাজ, জয়দেব আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সুনীল মহারাজ প্রমুখ। উল্লেখ্য, ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসের শুভ রামনবমীর পূন্য লগ্নে বর্তমান ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনার একতালা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে গৃহত্যাগী এই গৌরানন্দজী। বাল্যকাল থেকেই বীরভূমের সিউড়ি রামকৃষ্ণ আশ্রমে ঠাকুর সত্যানন্দ দেবের কাছেই আশ্রয় নেন তিনি। এখানে শিক্ষা, ব্রহ্মচর্য এবং ঠাকুর সত্যানন্দ দেবের কাছে তিনি দীক্ষিত হন। শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে এদিন গৌরানন্দের কর্মজীবনের জীবন গাঁথা বক্তারা তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, স্বামী গৌরানন্দের দীর্ঘ ৬৮ বছর সন্ন্যাসী জীবন অতিক্রান্ত হয়েছে বীরভূম জেলার এই জয়দেব এলাকায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে। দুবরাজপুরের বিজেপির বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

মাহুর-তামেংলং জাতীয় সড়ক নির্মাণে নিয়োজিত নির্মাণ সংস্থাকে নিরাপত্তা দিতে সরকারের কাছে আর্জি

হাফলং (অসম), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : মাহুর থেকে তামেংলং ১৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক নির্মাণের বরাতপ্রাপ্ত অনুষা প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড নির্মাণ সংস্থার সুপারভাইজার বিজয় চৌহানকে গত ৫ ডিসেম্বর অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা অপহরণ করে খুন করেছে। সুপারভাইজার বিজয় চৌহান নির্মাণকাজের জন্য শ্রমিক আনতে হোজাই যাওয়ার পর তাঁকে অপহরণ করা হয়েছিল। এর পর তাঁকে খুন করা হয়েছে। হোজাই জেলা পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে বিজয় চৌহানকে অপহরণ ও হত্যার অভিযোগে দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে। এদিকে বিজয় চৌহানকে অপহরণ ও খুনের ঘটনায় আতঙ্কিত নির্মাণ সংস্থার বহু শ্রমিক কাজ ছেড়ে পালিয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রায় পাঁচ-ছয় মাস আগে অনুষা প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড নির্মাণ সংস্থার দুই শ্রমিককে লাইসং থেকে অপহরণ করেছিল সন্দেহভাজন জঙ্গিরা। তবে ঘটনার পর-পর ডিমা হাসাও জেলা পুলিশ নাগাল্যান্ড পুলিশের সহযোগিতায় দুই শ্রমিককে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেছিল। কিন্তু গত ৫ ডিসেম্বর পুনরায় ওই নির্মাণ সংস্থার সুপারভাইজার বিজয় চৌহানকে দুষ্কৃতকারীরা অপহরণ করে হত্যা করার ঘটনায় শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে পালাচ্ছেন। অনুষা প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড নির্মাণ সংস্থার সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার সুশীল শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, মাহুর থেকে তামেংলং পর্যন্ত তিন ফেজে তাঁরা চারলেন সড়ক নির্মাণের কাজ করছেন। কিন্তু নির্মাণ সংস্থার কর্মীদের এভাবে অপহরণ করার জেরে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেওয়ায় কাজে বিলম্ব হচ্ছে। নির্মাণ-কার্যস্থলে আসতে চাইছে না শ্রমিক। তাছাড়া ভয় ও আতঙ্কে অনেক শ্রমিক কাজ ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি বলেন, গত ৫ ডিসেম্বর বিজয় চৌহান নামের সুপারভাইজারকে হোজাই থেকে অপহরণ করে হত্যা করার পর শ্রমিকদের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক বেড়ে গেছে। যার ফলে চারলেন সড়ক নির্মাণের কাজ থমকে পড়েছে। সুশীল শ্রীবাস্তব নির্মাণ সংস্থাকে সুরক্ষা দিতে সরকার তথা জেলা প্রশাসনকে পদক্ষেপ গ্রহণ করার আর্জি জানিয়েছেন।

খাদ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে পর্য্যালোচনা বৈঠক করবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী যোশী পরদিন অর্থাৎ ২৯ শে ডিসেম্বর,ত্রিপুরা পুন:র্নবিকরন শক্তি উন্নয়ন সংস্থা ট্রেডার এক কার্য্যক্রম পরিদর্শনে চড়িলামে যাবেন। সেখানে তিনি স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে মতবিনিয়ম করবেন ও পরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শনে উদয়পুর যাবেন। ওই দিনই তিনি বেঙ্গালুরু ফিরে যাবেন।

রাষ্ট্রীয় শোক

● প্রথম পাতার পর

রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ৫১ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড: মনমোহন সিংহ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আজ শুক্রবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে ৭ দিনের রাষ্ট্রীয় শোকের ঘোষণা করা হয়েছে। কংগ্রেসের তরফেও যাবতীয় কর্মসূচি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

মোদী

● প্রথম পাতার পর

প্রজ্ঞা ও নম্রতা সর্বদা দৃশ্যমান ছিল। এই শোকের মুহূর্তে, আমার চিন্তাভাবনা ডঃ মনমোহন সিং জির পরিবার, তাঁর বন্ধু এবং অগণিত ভক্তদের সাথে। ওম শান্তি।"

হায়নার হানায় দুর্গাপুরে আক্রান্ত কমপক্ষে ১৫

দুর্গাপুর, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : আচমকা হায়নার হানায় আক্রান্ত কমপক্ষে ১৫ জন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল দুর্গাপুরের পানগড় ব্লকে। আতঙ্কে কাঁটা এলাকার বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের পালটা আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে একটি হায়নায়। জঙ্গলে বন্দুক হাতে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছেন বনদফতরের কর্মীরা।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে দুর্গাপুরের বুদবুদের দেবশালা গ্রামে আচমকা হানা দেয় হায়না। বিলাসপুর থেকে দেবশালা যাওয়ার পথে বেশ কিছুটা এলাকা জুড়ে রয়েছে জঙ্গল। সেখান থেকে যাওয়ার সময় বাসিন্দাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হায়নাটি। কমপক্ষে প্রায় ১৫ জন আক্রান্ত হন। প্রাণ বাঁচাতে সকলেই নিজের মতো ছোটাছুটি করেন। প্রত্যেকেরই শরীরের একাধিক জায়গায় কেটে গিয়েছে বলে খবর। আহতদের প্রথমে পানগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ১১জনকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। এক শিশুকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখানে চলছে চিকিৎসা। হায়নার তাণ্ডবের খবর চাউর হতেই প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয়দের হামলায় মৃত্যু হয়েছে একটি হায়নার। এদিকে খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান বনদফতরের আধিকারিকরা। জঙ্গলে চলছে তল্লাশি।

ক্লাস ওয়ান থেকেই এবার চালু সেমিস্টার

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): এবার থেকে একই ক্লাসে দুবার করে হবে পরীক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষায় বড়সড রদবদলের কথা ঘোষণা করা হল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার জন্য ছোট থেকেই তৈরি করা হবে, তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল। শুক্রবার তিনি সাংবাদিকদের জানান, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকেই চালু হচ্ছে নতুন পদ্ধতি।

প্রাথমিক পর্ষদের ঘোষণা অনুযায়ী, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত হবে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা। জুন মাসে হবে প্রথম পরীক্ষা। প্রতি ক্লাসেই দুবার করে হবে পরীক্ষা।

পর্ষদের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে, পাঠ্যক্রম কাঠামোর পরিবর্তন আনা হচ্ছে। একটি শিক্ষাবর্ষকে দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে, জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত একটি ও জুলাই থেকে ডিসেম্বর পরবর্তী ভাগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছেন বলে জানান গৌতম পাল।

সচিন তেন্ডুলকর এমসিসির সম্মানসূচক ক্লাব সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) সম্মানসূচক সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। শুক্রবার সংগঠন তা ঘোষণা করেছে। এমসিসি "এক্স"-এ পোস্ট করেছে,"একজন আইকন সম্মানিত। এমসিসি ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক সচিন তেন্ডুলকর খেলায় তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে একটি সম্মানসূচক ক্রিকেট সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন"।এমসিজিতে সচিন তেন্ডুলকরের একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী রেকর্ড রয়েছে পাঁচটি টেস্টে ৪৪.৯০ গড়ে ৪৪৯ রান সহ একটি শতরান এবং তিনটি অর্ধশতক।এর আগে ২০১২ সালে, ভারতীয় এই ব্যাটারকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানগুলির মধ্যে একটি অর্ডার অফ অস্ট্রেলিয়া ভূষিত করা হয়েছিল।

জম্মু ও কাশ্মীরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক

জম্মু, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের বদি ব্রাহ্মনার কাছে লরির ধাক্কায় মৃত এক বাইক আরোহী। গুরুতর আহত হন বাইক আরোহীর সঙ্গে থাকা অন্য একজন। জানা যায়, বদি ব্রাহ্মনার কাছে একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে একটি বাইককে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক আরোহীর। গুরুতর আহত হন বাইক আরোহীর সঙ্গে থাকা আরেকজন। স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় আহত ব্যাক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রশ্নচিহ্ন

● প্রথম পাতার পর

ছোট মুদির দোকানগুলিতে চীনা রসুন বিক্রি হচ্ছে। কোথাও দেশি রসুন মিলছে না। সর্বত্র হামেশা বিক্রি হচ্ছে মোটা সাইজের চিনা রসুন।এখন প্রশ্ন হল চীন দেশের রসুনের অপরাধ কি?জানা গেছে চিন দেশে চাষের সময়ে রসুন ক্ষেতে যে রাসায়নিক ব্যবহার করছে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি কারক।পরীক্ষা করে দেখা গেছে চিনা রসুনে ছত্রাকের সংক্রমণ ব্যাপক আকারে রয়েছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের অভিমত চিন থেকে আসা রসুনে মিথাইল ব্রোমাইড নামে রাসায়নিকের উপস্থিতি খোঁজে পাওয়া গেছে।চাষের সময়ে চিনা কৃষকরা রসুন ক্ষেতে কীটনা শক হিসেবে এর ব্যবহার করে থাকে নির্বিচারে।স্বাস্থ্য বিশেষ জ্ঞরা বক্তব্য হল নিয়মিত মিথাইল ব্রোমাইড পেটে গেলে স্বাস্থ্য সংকট অনিবার্য্য। লিভার কিডনি বিকল হতে পারে। স্নায়ুর সমস্যা দেখা দিতে পারে,হারিয়ে যেতে পারে দৃষ্টিশক্তির স্বাভাবিকতা।এরপর থেকেই ভারতের বাজারে চিনা রসুন নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীরা চোরাই পথে চীনা রসুন রাজ্যে আম দানি করছের। বাজরে নিতা নিত্য পণ্য সামগ্রির দাম বেশি অথচ দেশি রসুনের চেয়ে চীনা রসুন গ্রহকরা কম দামে পেয়ে যাচ্ছে।বাজারে খুচরো মূল্যে প্রতি কিলো চিনা রসু নের দাম যেখানে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো টাকা সেখানে দেশীয় রসুনের দাম প্রতি কিলো বিক্রি হচ্ছে ছয় শত থেকে সাতশত টাকায়।পাইকারি ব্যবসায়ীরা বেশি মনোভাবার জন্য বাঁকা পথেচীনা রসুন আনদানি করে রাজ্যের ও দেশের মানুষের সর্বনাশ করে ফেলছে। গ্রাহকদের নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা কি ভাবেখাদ্য দপ্তর মোকাবিলা করতে পারবে বা আদৌ দপ্তরের পক্ষে করা সম্ভব কিনা সেটা লক্ষ টাকার প্রশ্ন।

চুড়িকান্ডে ধৃত দুই

● প্রথম পাতার পর

গিয়ে দেখতে পায় মন্দিরের দরজা ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। সাথে সাথেই খবর দেওয়া হয় সাব্রুম থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং দরজা খুলতেই দেখা যায় মাতা দৈত্যেশ্বরী মায়ের বিভিন্ন স্বর্ণালংকার গুলি নেই। চোরের দল হানা দিয়ে আনুমানিক ২৫ ভরির স্বর্ণালংকার, বেশকিছু রুপোর গহনা এবং নগদ প্রায় ২০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে।সাব্রুম মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিত্যানন্দ সরকার বলেন, ওই ঘটনার মামলা হাতে নিয়ে সাথে সাথে সাব্রুম থানার পুলিশ তদন্তে নামে। তদন্তে নেমে তিন যুবকের নাম উঠে আসে। বিভিন্ন জায়াগায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। ওই পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাইকে থাকা তিনজনকে আটক করা হয়েছিল। কিন্তু একজন পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যাতে সক্ষম হয়েছে। ধৃতরা হলেন, সজল নমঃ, চেলটু ত্রিপুরা। যেই যুবক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে তার নাম ঝুলন নমঃ। তাদের কাছ থেকে ৭৬.৪৭ গ্রাম স্বর্ণালঙ্কার সহ নগদ ৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।এদিন তিনি আরো বলেন, পূর্বেও তাদের বিরোধে চুরির মামলা দায়ের করা ছিল। কিছুদিন আগেই তারা জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিল। জেলেই তাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে তারা মন্দিরে হানা দিয়েছিল।

আজ মনমোহনের শেষকৃত্য

● প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার রাতে এইমস-এ নিয়ে আসা হয়েছিল মনমোহন সিংকে, চিকিৎসকদের অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে প্রাণে বাঁচানো যায়নি। এইমস-এ চিকিৎসা চলাকালীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মনমোহন সিং। এইমস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, গভীর শোকের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বার্ধ্যকজনিত অসুস্থতার জন্য চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) বাড়িতে হঠাৎই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। রাত ৮.০৬ মিনিট নাগাদ তাঁকে নতুন দিল্লির এইমস-এ মেডিকেল ইমার্জেন্সিতে আনা হয়েছিল। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি এবং রাত ৯.৫১ মিনিট নাগাদ তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে দেশের রাজনৈতিক মহলে।

বৃহস্পতিবার রাতে ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন এই প্রধানমন্ত্রী। ভারত সরকার শুক্রবারের জন্য নির্ধারিত সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করেছে এবং ৭ দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করেছে।

অন্যদিকে, কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেনুগোপাল জানিয়েছেন, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর সম্মানে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন সহ সমস্ত আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি আগামী সাত দিনের জন্য বাতিল করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই কর্মসূচীর মধ্যে সকল আন্দোলন ও প্রচার কার্য্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৩ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে দলীয় কর্মসূচি পুনরায় শুরু হবে। শোকের এই আবহে দলীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

ডঃ মনমোহন সিং-এর প্রয়াণে শোক জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা শুক্রবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, "আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং জির আকস্মিক মৃত্যুতে গভীরভাবে স্তম্ভিত এবং দুঃখিত। আমি তাঁর সাথে কাজ করেছি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং প্রজ্ঞা ছিল প্রশ্নাতীত, এবং দেশে তিনি যে আর্থিক সংস্কারের সূচনা করেছিলেন তার গভীরতা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

দেশ তার নেতৃত্ব হারাবে, আমি তাঁর স্নেহ থকে বঞ্চিত হব। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও অনুগামীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ রাহুল গান্ধী।

এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "মনমোহন সিংজি অপার প্রজ্ঞা ও সততার সঙ্গে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর নম্রতা এবং অর্থনীতির গভীর উপলব্ধি জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আমি একজন পরামর্শদাতা এবং পথ প্রদর্শককে হারালাম।"

প্রিয়ঙ্কা গান্ধী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'রাজনীতিতে খুব কম লোকই সর্দার মনমোহন সিংজির মতো সম্মানের অনুপ্রেরণা দেয়। তাঁর সততা সবসময় আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।'

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ৫১ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধায়, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। এদিন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে ৭ দিনের রাষ্ট্রীয় শোকের ঘোষণা করা হয়েছে। কংগ্রেসের তরফেও যাবতীয় কর্মসূচি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সাতটি ছবি-সহ শুক্রবার দুটি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "ভারত তার অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ডঃ মনমোহন সিং জি-এর মৃত্যুতে শোকাহত। নম্র উৎস থেকে উঠে তিনি একজন সম্মানিত অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠেন। তিনি অর্থমন্ত্রী সহ বিভিন্ন সরকারি পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, যা বছরের পর বছর ধরে আমাদের অর্থনৈতিক নীতিতে একটি শক্তিশালী ছাপ রেখে গেছে। সংসদে তাঁর হস্তক্ষেপও ছিল অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ। আমাদের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ডঃ মনমোহন সিং জি এবং আমি নিয়মিত যোগাযোগ করতাম। তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আমি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম। শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের অনেক আলোচনা হবে। তাঁর প্রজ্ঞা ও নম্রতা সর্বদা দৃশ্যমান ছিল। এই শোকের মুহূর্তে, আমার চিন্তাভাবনা ডঃ মনমোহন সিং জির পরিবার, তাঁর বন্ধু এবং অগণিত ভক্তদের সাথে। ওম শান্তি।"

ডঃ মনমোহন সিং-এর মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শুক্রবার অমিতবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, "প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর মৃত্যুর খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর থেকে শুরু করে দেশের অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ডঃ মনমোহন সিং দেশের শাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শোকের এই মুহূর্তে আমি তাঁর পরিবার ও সমর্থকদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। গুরু জি তাঁর আত্মার শান্তি দান করুন, তাঁর পরিবারের সদস্যদের এই ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দিন।"

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

রাষ্ট্রপতি শুক্রবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, "প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং জি সেই বিরল রাজনীতিবিদদের মধ্যে একজন যিনি পড়াশোনা এবং প্রশাসনের জগতে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করেছিলেন। সরকারিভাবে তাঁর ভূমিকা ছিল বিভিন্ন রকম। তিনি ভারতীয় অর্থনীতির সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

জাতির সেবা, নিখুঁত রাজনৈতিক জীবন এবং পরম বিনয়ের জন্য তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর চলে যাওয়া আমাদের সবার জন্য এক বিরাট ক্ষতি। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্রদের অন্যতম। তাঁকে

আমি শ্রদ্ধা জানাই। আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ভক্তদের প্রতি।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের তরফে বলা হয়েছে, প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ ডঃ মনমোহন সিং-এর অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শুক্রবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এক্স হ্যান্ডেলে শোকবার্তা প্রকাশ করেছে। সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত এবং সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালেকে উদ্ধৃত করে তাতে জানানো হয়েছে, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের প্রবীণ নেতা ড. সর্দার মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে সমগ্র দেশ গভীর শোকাহত। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তাঁর পরিবার এবং অগণিত প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানায়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ শোকবার্তায় এও জানিয়েছে যে, সাধারণ পটভূমি থেকে এসেও ডঃ মনমোহন সিং দেশের সর্বোচ্চ পদ অলংকৃত করেছিলেন। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ সিং-এর ভারতের প্রতি অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁর বিদেহী আত্মার সদ্গতি প্রদান করুন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন। সীতারামন শোকবার্তার সঙ্গে তাঁর ও ডঃ মনমোহন সিংয়ের একটি ছবিও শেয়ার করেছেন।

মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং আর নেই। তিনি আরবিআই-এর গভর্নর এবং ভারতের অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯১ সালের ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণ করেছিলেন। তিনি মৃদুভাষী ছিলেন। সকলের কাছে ছিলেন শ্রদ্ধার ব্যক্তি। তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাই।

উল্লেখ্য, দিল্লির এইমস-এ প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবার রাতে এইমস-এ নিয়ে আসা হয়েছিল মনমোহন সিংকে, চিকিৎসকদের অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে প্রাণে বাঁচানো যায়নি। এইমস-এ চিকিৎসা চলাকালীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মনমোহন সিং। এইমস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, গভীর শোকের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বার্ধ্যকজনিত অসুস্থতার জন্য চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) বাড়িতে হঠাৎই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। রাত ৮.০৬ মিনিট নাগাদ তাঁকে নতুন দিল্লির এইমস-এ মেডিকেল ইমার্জেন্সিতে আনা হয়েছিল। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি এবং রাত ৯.৫১ মিনিট নাগাদ তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে দেশের রাজনৈতিক মহলে।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংকে শুক্রবার দিল্লির ৩ মতিলাল নেহেরু রোডে তাঁর বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান সস্ত্রীক উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় ।

জানা গেছে, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় এবং তাঁর স্ত্রী ডঃ সুদেশ ধনখড় শুক্রবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-কে দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তাঁরা ডঃ সিং-এর পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। দেশের প্রতি তাঁর অমূল্য অবদানের কথাও উল্লেখ করেছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।

উল্লেখ্য, দিল্লির এইমস-এ প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবার রাতে এইমস-এ নিয়ে আসা হয়েছিল মনমোহন সিংকে, চিকিৎসকদের অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে প্রাণে বাঁচানো যায়নি। এইমস-এ চিকিৎসা চলাকালীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মনমোহন সিং। এইমস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, গভীর শোকের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বার্ধ্যকজনিত অসুস্থতার জন্য চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) বাড়িতে হঠাৎই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। রাত ৮.০৬ মিনিট নাগাদ তাঁকে নতুন দিল্লির এইমস-এ মেডিকেল ইমার্জেন্সিতে আনা হয়েছিল। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি এবং রাত ৯.৫১ মিনিট নাগাদ তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে দেশের রাজনৈতিক মহলে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শুক্রবার প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংকে দিল্লির ৩ মতিলাল নেহেরু রোডে তাঁর বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন বীরপুরুষ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেট এবার বীরপুরুষ টিম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শুক্রবারে স্যন্দন আয়োজিত ১৩তম বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেটের ফাইনালে প্রতিপক্ষ নাগেশ্বরী-এ দলকে চার উইকেটে হারিয়ে বীরপুরুষ টিম চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতে নিয়েছে। এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে নাগেশ্বরী-এ টিম চার উইকেটের ব্যবধানে বি-টিমকে কে হারিয়ে এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বীরপুরুষ টিম চার উইকেটের ব্যবধানে রিস্ক টিমকে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়েছিল। স্থানীয় এমবিবি মাঠে ১৪টি মিডিয়া ক্রিকেট দলকে নিয়ে আয়োজিত বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ঘিরে সাংবাদিক, চিত্রসাংবাদিক, ক্রীড়া সাংবাদিক তথা মিডিয়া জগতে যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল সেটাই মুখ্যত আয়োজকদের অন্যতম প্রাপ্তি বলা যেতে পারে। অন্তত পক্ষে একটা দিনের জন্য কলম ও ক্যামেরাকে সাইডে সরিয়ে রেখে প্রখ্যাত পেশাদার ফটোগ্রাফার বুদ্ধ গুপ্তের স্মৃতিতে একদিন মাঠে ক্রিকেট খেলার আয়োজনে নিজেকে জড়িয়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং উপভোগ্য আনন্দটাই আলাদা। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথা রাজ্যের সংবাদ জগতের পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং স্যন্দন পত্রিকার সম্পাদক ও স্যান্দন টিভির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুবল কুমার দে, উনার সংক্ষিপ্ত ভাষণদানকালে সাফল্যের উদ্দেশ্যে অভিষ্ঠ লক্ষ্য স্থির করে সাহসিকতার সঙ্গে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি প্রয়াত বুদ্ধগুপ্তের সাহসিকতা পূর্ণ চিত্রসংবাদিকতার দু একটি নিদর্শনও উল্লেখ করে, তা অনুসরণের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং, হেডলাইনস ত্রিপুরা ন্যাশনালের প্রোপ্রাইটর এডিটর তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণব সরকার, বিশিষ্ট উদ্যোগপতি রুপম রায়, স্কুল অফ সায়েন্স-এর অধ্যক্ষ অভিজিৎ ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে মহিলা সাংবাদিক ক্রিকেটারদের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচও অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলা শেষে দুদলের খেলোয়াড়দের স্মারক প্রদানের মধ্য দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে ক্রীড়া সাংবাদিকতায় নিয়োজিত সুমন আচার্য, মিঠুন কর এবং চিত্র সাংবাদিক প্রাণ গোপাল আচার্যকে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ফাইনাল ম্যাচের শেষে বিকেলে মাঠে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের সুদৃশ্য ট্রফি এবং প্রাইজমানি প্রদান করা হয়। টুর্নামেন্টে ম্যান অফ দ্যা টুর্নামেন্টের ট্রফি ও প্রাইজমানি পেয়েছে মেঘধন দেব। এছাড়া, সেরা ফিল্ডার মেঘধন দেব, সেরা ব্যাটসম্যান প্রণব শীল এবং সেরা বোলার রবীন্দ্র রবীন্দ্র শর্মাকেও পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আজকের ফরিয়াদ পত্রিকার সম্পাদক শানিত দেবরায়, পত্রিকার এক্সিকিউটিভ এডিটর বিজয় পাল, কানাড়া ব্যাঙ্কের সিনিয়র ম্যানেজার পুলক চক্রবর্তী, ম্যানেজার অতনু চৌধুরী প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

টুর্নামেন্টের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর তথা সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথকেও সংবর্ধনা জানানো হয়। আম্পায়ার সুকান্ত সাহা, বাপন হোসেন, সবুজ খান ও দীপ্তনীল চৌধুরীকে পদকে সম্মানিত করা হয়। পুরো টুর্ণামেন্টে স্পনসরের ভূমিকায় থাকা ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক, কানাড়া ব্যাঙ্ক, টিএনজিসিএল, ব্লু স্টার, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি, আরোগ্য হোমিও কেয়ার, ইল্যুশন, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, ইউনিটি গ্যাস্ট্রো এন্ড লিভার হসপিটাল, মার্ক লাইন কনসালটেন্সি সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে আহ্বায়ক অভিষেক দে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পোলস্টারকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যহত রাখলো এডি নগর প্লে সেন্টার

এ ডি নগর পি সি - ৩১৯/৬ পোলস্টার - ৮২/৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আবীর ভট্টাচার্য্যের চোখ ঝলসানো শতরান। পাশাপাশি রাম দত্তের দুরন্ত ব্যাটিং। ওই দুইজনের হাত ধরে বড় স্কোর গরলো এডি নগর প্লে সেন্টার। পাশাপাশি অব্যাহত রাখলো জয়ের ধারা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনুর্ধ-১৩ ক্রিকেটে।

ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এ ডি নগর ২৩৭ রানে বড় ব্যবধানে পরাজিত করে পোলস্টার ক্লাবকে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিপক্ষের ঘাড়ে রানের বোঝা চাপায় এডি নগর কোচিং সেন্টার। দল নির্ধারিত ৪০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে বিশাল ৩১৯ রান করে। দলের পক্ষে আবীর ভট্টাচার্য্য একানব্বই বল খেলে ১৭ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২৮ রানের দুরন্ত ইনিংস উপহার দেয়। এছাড়া রাম দত্ত ৮২ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৬ রানে অপরাজিত থেকে যায়। দলের পক্ষে সৌমিক দেব ২৮ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ এবং অরিত্র রঞ্জন ১৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ৩০ রান।

পোলস্টারের পক্ষে স্বর্ণব ঘোষ ৫৮ রানের দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে পোলস্টারের ক্রিকেটাররা স্কোরবোর্ড সচল রাখার থেকে উইকেটে টিকে থাকার উপর বেশি জোর দেয়। দল নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ৮২ রান করে। দলের পক্ষে সৌম্যদীপ দে ৯৮ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারের সাহায্যে ২৮ এবং স্নেহাশিস রায় ৪০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২০ কুড়ি রান। এডি নগরের পক্ষে আবীর ভট্টাচার্য্য ১৯ রানে তিনটি, কৌশিক দত্ত চার রানে এবং আবির সাহা ১২ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

শতদলের বিজয় রথ থামিয়ে জয় অব্যাহত চাম্পামুড়া সিসি-র

চাম্পামুড়া সি সি - ১৯৭/৬ শতদল সংঘ - ১০৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল গেলোবারের চ্যাম্পিয়ন চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার। চাঁপামুড়াই হোঁচট খেলো শতদল। থেমে গেলো বিজয় রথ।

শুক্রবার চাম্পামুড়া একানব্বই রানে পরাজিত করে শতদল সংঘকে।

নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৪০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ১৯৭ রান করে।

দলের পক্ষে অনুরাগ দাস ৭০ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৫, রাজদীপ দে ৭৪ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩, শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী ১৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ অপরাজিত এবং রাহুল তামাং ২৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করে।

শতদল সঙ্খের পক্ষে অর্ণব দেবনাথ ৪৩ রানের দুটি উইকেট দখল করে।

জবাবে খেলতে নেমে শতদল সংঘ ১০৬ রান করতে সক্ষম হয়। গেল দুই ম্যাচে দ্বিশত রান করা অঙ্কিত দাস ব্যর্থ হওয়ায় দল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

দলের পক্ষে অঙ্কিত ৪৪ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ এবং অর্ঘ্য দাস ৮৭ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। চাম্পামুড়ার পক্ষে রাহুল তামাং ১৮ রানে তিনটি উইকেট দখল করে।

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে মূলপর্বের লক্ষ্যে আজ মাঠে নামবে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি অনূর্ধ ১৬ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে একের পর এক ম্যাচে প্রতিপক্ষদের ধরাশায়ী করে এখন মূলপর্বের লক্ষ্য ত্রিপুরা।তিন দিনের ম্যাচে আগামীকাল শনিবার গ্রুপ লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা মুখোমুখি হবে প্রতিপক্ষ সিকিমের।

আর এই ম্যাচে ত্রিপুরা সিকিম জয় করতে সক্ষম হলে নিশ্চিতভাবেই মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করবে। কর্ণাটকের রাভেশ্বর ইউনিভার্সিটি গ্রাউন্ডে আয়োজিত দু"দলের চূড়ান্ত লড়াই শুরু হবার আগে শুক্রবার রাজ্য দলের ক্রিকেটার সেড়ে নেয় তাদের চূড়ান্ত অনুশীলন।

লক্ষ্য একটাই গত ম্যাচে অরুণাচলকে ইনিংসসহ বড় ব্যবধানে হারানোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। আর সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই ব্যাট বল হাতে নিয়ে ময়দানে নামতে প্রস্তুত রাজ্যের ক্রিকেটার। উল্লেখ্য এবারের এই টুর্নামেন্টে বিহারের সাথে ম্যাচ ড্র করে অভিযান শুরু করার পর পর টানা তিন ম্যাচে প্রতিপক্ষদের পরাজিত করতে সক্ষম হয় রাজ্যের ক্রিকেটাররা। তাই জয়ের ফুরফুরে মেজাজ নিয়েই আগামীকাল ময়দানে নামবে রাজ্য দল।শক্তির বিচারে অনেকটা এগিয়ে থাকা ত্রিপুরা শেষ পর্যন্ত অপরাজয় থেকে মূল পূর্বে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়।

মাঠে ঢুকে কোহলিকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা, মেলবোর্নে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তায় ত্রুটি

খেলার মাঝেই মাঠে লোক ঢুকে পড়ল। মেলবোর্নে এমনটাই দেখা গেল শুক্রবার সকালে। শুধু ঢুকে পড়াই নয়, তিনি গিয়ে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলেন বিরাট কোহলিকে। যা একেবারেই খুশি করতে পারেনি ভারতীয় ক্রিকেটারকে। অসন্তুষ্ট দেখায় রোহিত শর্মাকেও।

মেলবোর্নে ৯০ হাজার দর্শক ধরে। বৃহস্পতিবার প্রায় পুরো মাঠ ভর্তি ছিল।

শুক্রবারও বহু দর্শক খেলা দেখতে এসেছেন। তাঁদের মধ্যেই এক জন নিরাপত্তাকর্মীদের চোখ এড়িয়ে মাঠে ঢুকে পড়েন। সোজা গিয়ে তিনি জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেন বিরাটকে। ভারত অধিনায়ক রোহিত সেই ব্যক্তিকে আটকানোর চেষ্টাও করেছিলেন।

শুক্রবার সকালে ব্যাট করতে নামে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম দিনের শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে ৩১১ রান করেছিল তারা।

অপরাজিত থাকা স্টিভ স্মিথ এবং প্যাট কামিন্স দ্বিতীয় দিনের শুরুতে ব্যাট করতে নেমেছিলেন। মাঠে ওই ব্যক্তি ঢুকে পড়ায় কিছু ক্ষণ খেলা বন্ধ থাকে। নিরাপত্তারক্ষীরা এসে ওই ব্যক্তিকে বার করে নিয়ে যাওয়ার পর আবার খেলা শুরু হয়। সকাল থেকেই বিরাটের উদ্দেশে বিদ্রুপ করছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকেরা।

তার মাঝে মাঠে লোক ঢুকে পড়ায় আরও অসন্তুষ্ট হন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ার স্যাম কনস্টাসকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ধাক্কা মেরেছিলেন বিরাট। তার পর থেকেই অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকেরা তাঁকে ব্যঙ্গ করছেন। আইসিসি বিরাটের ম্যাচ ফি-র ২০ শতাংশ কেটে নিয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁকে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দিয়েছে।

কোরাস রাজ্যদলকে উৎসাহ ও শুভেচ্ছা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এন এস আর সিসির জুডো হলে কুরাস রাজ্যদলকে উৎসাহ দিতে এবং তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাতে খেলোয়াড়দের হাতে ত্রিপুরার ট্র্যাক সুট তুলে দিলেন ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ। সঙ্গে ছিলেন পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা, ত্রিপুরা স্টেট কোরাস এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি রাহুল ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা। আগামী ২৯ ডিসেম্বর রেলপথে রওনা হবে ত্রিপুরা দল ৬৮ তম স্কুল ন্যাশনাল কোরাস প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। ২ থেকে ৬ জানুয়ারি রায়পুরে হবে এই জাতীয় আসর।

বিজয় হাজারে ট্রফিতে আজ ত্রিপুরার সামনে মধ্যপ্রদেশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিজয় হাজারে ট্রফি সিনিয়র এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় জয়ের লক্ষ্যে আগামীকাল শনিবার মাঠে নামবে রাজ্যদল।এবার ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ মধ্যপ্রদেশ।গত ম্যাচে বাংলার কাছে পরাজিত ত্রিপুরা। তাই সেই ব্যর্থতা ভুলে দ্বিতীয় জয়ের লক্ষ্যে আগামীকাল মধ্যপ্রদেশের বিপক্ষে নামার আগে শুক্রবার চূড়ান্ত অনুশীলন সেরে নেয় রাজ্যের ক্রিকেটাররা। তবে শক্তির বিচারে ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ মধ্যপ্রদেশ অনেকটাই শক্তিশালী। এরপরেও চ্যালেঞ্জ নিয়েই ময়দানে নামবে রাজ্যের ক্রিকেটাররা।হায়দ্রাবাদ জিমখানা মাঠে শুরু হবে দুই দলের লড়াই। প্রথম ম্যাচে বরোদার কাছে পরাজয় দিয়ে অভিযান শুরু করার পর দ্বিতীয় ম্যাচেই বিহারকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছিল ত্রিপুরা। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচে বাংলার মুখোমুখি হয় ধরাশায়ী হয় রাজ্য দলের ক্রিকেটাররা। তাই বাংলা পরাজয়ের ব্যর্থতা বলে দ্বিতীয় জয়ের লক্ষ্যেই আগামীকাল লড়াইয়ে নামবে ত্রিপুর।

খয়েরপুর যুব মোর্চার উদ্যোগে নমোঃ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এরই অঙ্গ হিসেবে আগামী ১৯ জানুয়ারী থেকে খয়েরপুর ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে নম: ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সেশান ২ শুরু হতে চলছে। শুক্রবার আগরতলার গীতবিতান হলে সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দিলেন এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। পাশাপাশি সাংবাদিক বৈঠকে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এর বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরলেন তিনি।ভারতীয় জনতা পার্টি বরাবরই খেলাধুলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। সেই ২০১৮ সাল থেকে এর ট্র্যাডিশন বহাল ত্রিপুরা রাজ্যে। এরই সূত্র ধরে এবার খয়েরপুর ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে এই আয়োজন।

পেনাল্টি নষ্ট হালান্ডের

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এভার্টনের বিরুদ্ধে ড্র করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। বক্সিং ডে-তে ঘরের মাঠে জিতে শেষ করতে চেয়েছিলেন ম্যানেজার পেপ গুয়ার্দিওলা। কিন্তু আর্লিং হালান্ড পেনাল্টি নষ্ট করায় সেই স্বপ্ন পূরণ হয় না সিটি ম্যানেজারের।

প্রথমার্ধে ১৪ মিনিটে সিটিকে এগিয়ে দেন বের্নার্দো সিলভা। ৩৬ মিনিটে তা শোধ করেন ইলিমান এনদিয়াই। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যান সিটিকে এগিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন হালান্ড। কিন্তু তাঁর পেনাল্টি বাঁচিয়ে দেন জর্ডান পিকফোর্ড। ফিরতি বলে তিনি গোল করেন হালান্ড।

জাতীয় অনূর্ধ ২৩ পুরুষদের ক্রিকেটে পরাজয় দিয়ে আসর শেষ করলো ত্রিপুরা

ত্রিপুরা - ৯৬ হায়দরাবাদ - ৯৭/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরাজয় দিয়ে আসর শেষ করল ত্রিপুরা। শেষ ম্যাচে কার্যত ২২ গজের লুটে পড়লেন ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানরা। তেমন কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে। অনূর্ধ ২৩ এক দিবসীয় ক্রিকেটে। বরোদার জি এস এফ সি ক্রিকেট মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ৮ উইকেটে। সকালে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ত্রিপুরার গড়া মাত্র ৯৬ রানের জবাবে হায়দরাবাদ ১৭.৪ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। শুক্রবার সকালে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় ২৮.২ ওভার খেলে মাত্র ৯৬ রানে গুটিয়ে যায়। দলের পক্ষে সপ্তজিৎ দাস ২১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, আনন্দ ভৌমিক ৪৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, সেন্টু সরকার ৩২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং দুর্লব রায় ৩৩ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন।

ত্রিপুরার পাঁচজন ব্যাটসম্যান কোনও রান করতে পারেননি। এখানেই বেকায়দায় পড়ে যায় রাজ্য দল। হায়দরাবাদের পক্ষে ইলিয়ান সাতহানি ২৬ রানে ৬ টি, নীতিন সাঁই যাদব ১৩ রানে এবং প্রণব ভর্মা ২৩ রানের দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে হায়দরাবাদ শুরুতে দুই উইকেট হারানোর পর দলের হয়ে রুখে দাঁড়ান সত্বিক রেড্ডি এবং এমডি আরফাজ। আরফাজ ছিলেন মারমুখি মেজাজে। শেষ পর্যন্ত ১৭.৪ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় হায়দরাবাদ। আরফাজ ৪০ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬০ রানে এবং রেড্ডি ৪১ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রানে অপরাজিত থেকে যান। ত্রিপুরার পক্ষে দীপ্তনু চক্রবর্তী ৩২ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। আসরে সাত ম্যাচ খেলে ত্রিপুরা দুটি ম্যাচে জয় এবং পাঁচটি ম্যাচে পরাজিত হয়েছে।

ক্ষুদেদের ক্রিকেটে দশমীঘাটকে হারিয়ে সহজ জয় তরুণ সংঘের

তরুণ সঙ্ঘ - ১৫৪/৮ দশামীঘাট সি সি - ৩০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেল তরুণ সংঘ। পরাজিত করল গ্রুপের সবথেকে দুর্বল প্রতিপক্ষ দশমিঘাট কোচিং সেন্টারকে। ১২৪ রানে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ ছোটদের ক্রিকেটে। শুক্রবার নিপকো মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে তরুণ সংঘ নির্ধারিত ৪০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৫৪ রান করে। দলের পক্ষে শুভম দেবনাথ ৪২ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২, সৌম্যদীপ সরকার ২১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯, দীপ্ত জীবন চক্রবর্তী একান্ন বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৭ রান। দশমিঘাটের পক্ষে রাতুল দে ১৫ রানে এবং হৃতমন দাস ৩৯ রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে তরুণ সংঘের দুই বোলার পিয়ুষ দাস এবং শুভম দেবনাথ এর দুরন্ত বোলিংয়ে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় দশমীরঘাট কোচিং সেন্টার। একসময় ১১ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ছিল খাদের কিনারায়। ওই অবস্থায় শেষ পর্যন্ত ৩০ রান করতে সক্ষম হয় দশমিঘাট। দলের পক্ষে ঋত্মন দাস ২৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। এছাড়া কেউ দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। তরুণ সংঘের পক্ষে পিযুষ দাস চার রানে চারটি এবং শুভম দেবনাথ ১১ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে লড়াই করেও এগিয়ে চল-র কাছে হারলো জুয়েলস

এগিয়ে চলো সংঘ - ২১০/২ জুয়েলস সি সি সি - ২০৪/৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শুভম গনের দুরন্ত লড়াই বিফলে গেলো। 'তীরে এসে তরী ডুবল' জুয়েলস কোচিং সেন্টারের। হারলো ৬ রানে। এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ টসে জয় লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৪০ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে ২১০ রান করে। দলকে বড় স্কোর গরাতে মুখ্য ভূমিকা নেয় শঙ্খদীপ দাস এবং অর্ণব দেববর্মা। শঙ্খদীপ ১০০ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ৯৪ এবং অর্ণব বিরাশি বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ৭৩ রানের অপরাজিত থেকে যায়। তৃতীয় উইকেটে দুইজন ১৮৩ রান যোগ করে। জবাবে খেলতে নেমে জুয়েলস ক্রিকেট কোচিং সেন্টার নির্ধারিত চল্লিশ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ২০৪ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে শুভম গন ৯৪ বল খেলে ১২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৬, অভয় দেব সিনহা ৬৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩ এবং দেবঞ্জন সাহা চল্লিশ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে তেত্রিশ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ১৮ রান। এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষে দ্বিগবিজয় মজুমদার ৩০ রানে তিনটি উইকেট দখল করে।

কনস্টাসকে ধাক্কা দেওয়ায় জরিমানার শাস্তি কোহলির

শেষ পর্যন্ত নির্বাসনের শাস্তি হয়নি বিরাট কোহলির। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার স্যাম কনস্টাসকে ধাক্কা মারায় জরিমানা করা হয়েছে কোহলিকে। তার ফলে পকেট থেকে কত টাকা দিতে হবে ভারতীয় ক্রিকেটারকে?

কোহলিকে তাঁর ম্যাচ ফি-র ২০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। কোহলি বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এ্ গ্রেডে রয়েছেন। কোহলি ছাড়া এই গ্রেডে রয়েছেন রোহিত শর্মা, যশপ্রীত বুমরা ও রবীন্দ্র জাডেজা। এই গ্রেডের ক্রিকেটারেরা একটি টেস্টের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা করে ম্যাচ ফি পান। অর্থাৎ, প্রতি দিনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা। ১৫ লক্ষ টাকার ২০ শতাংশ অর্থাৎ, ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে কোহলিকে। এ্ গ্রেডের ক্রিকেটারেরা এক দিনের ম্যাচের জন্য ৬ লক্ষ ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচের জন্য ৩ লক্ষ টাকা করে ম্যাচ ফি পান।

তবে এই জরিমানার টাকা কোহলিকে না-ও দিতে হতে পারে। দু'বছর আগে আইপিএলে গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে মাঠেই বিবাদ হয়েছিল কোহলির। সেই কারণে কোহলির ১০০ শতাংশ ম্যাচ ফি কেটে নেওয়া হয়েছিল। সেই টাকা দিয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তারা জানিয়েছিল, কোহলি দলের জন্য লড়াই করেছেন। তাই জরিমানার টাকা দলই দেবে। এ ক্ষেত্রেও জরিমানার টাকা কোহলির বদলে দিতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ১০ ওভারের পর ঘটনাটি ঘটেছে। মহম্মদ সিরাজ সেই ওভার শেষ করার পর দিক পরিবর্তন করার জন্য হেঁটে আসছিলেন কোহলি। উল্টো দিক থেকে আসছিলেন কনস্টাসও। দু'জনের কাঁধে ধাক্কাধাক্কি হয়। কনস্টাসের বিষয়টি পছন্দ হয়নি। তিনি কোহলিকে কিছু একটা বলেন। পাল্টা কোহলিও রক্তচক্ষু দেখিয়ে কনস্টাসকে উত্তর দেন। বিষয়টি বেশি দূর গড়ায়নি। সতীর্থ ওপেনার উসমান খোয়াজা এসে কনস্টাসকে সরিয়ে নিয়ে যান। পাশাপাশি কোহলিকেও অনুরোধ করেন ঘটনাটি সেখানে শেষ করে দেওয়ার জন্য। ঝামেলা থামাতে এগিয়ে আসেন আম্পায়ারেরাও।

বার বার সেই ঘটনার রিপ্লে দেখাতে থাকে সম্প্রচারকারীরা। সেখানে অবশ্য দেখা গিয়েছে, কনস্টাস মাথা নিচু করে ব্যাট হাতে যাচ্ছিলেন। কোহলিই যাওয়ার পথে দিক পরিবর্তন করে কনস্টাসের কাছে গিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারেন।

ধারাভাষ্যকার মাইকেল ভন বলছিলেন, কনস্টাসকে উত্তেজিত করার জন্যই এ কাজ করেছেন কোহলি। এই কাজের তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন, "কোহলির মতো সিনিয়র ক্রিকেটারের এমন কাজ শোভা পায় না।" খুশি হতে পারেননি সুনীল গাওস্করও। বলেন, "দু'জনকেই শাস্তি দেওয়া উচিত।" রিকি পন্টিং বলেন, "কোহলির হাঁটাটা এক বার খেয়াল করুন। সোজা হাঁটতে হাঁটতে ডান দিকে এসে জোর করে ওকে ধাক্কা মারল।"

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুৎ নিগমের গাড়ি ছিটকে পড়ল এক বাড়িতে, আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর : কৈলাসহরের চিনিবাগান গ্রামের দেববর্মা পাড়ায় বিদ্যুৎ সারাই করে ফেরার পথে দূর্ঘটনার কবলে পড়ে গাড়িটি। গাড়িটি রাস্তা থেকে ছিটকে এক জনজাতি দিনমজুরের বাড়ির উপর পড়ে যায়। ওই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে বাড়ির মালিকের ছেলে, গাড়ির চালক এবং বিদ্যুৎ কর্মী সহ মোট তিনজন।

উল্লেখ্য, বিগত ছয় বছর ধরে কৈলাসহর মহকুমায় বিদ্যুৎ পরিসেবার দায়িত্বে রয়েছে বহিঃ রাজ্যের সাই কম্পিউটার লিমিটেড। যেদিন থেকে সাই কম্পিউটার লিমিটেড বিদ্যুৎ পরিসেবার দায়িত্ব নিয়েছে সেদিন থেকেই কৈলাসহর মহকুমায় বিদ্যুৎ পরিসেবা একেবারেই তলানিতে চলে গেছে। শুধু তাই নয়, ভুয়ো বিদ্যুৎ বিল, গ্রাহক হয়রানি, গ্রাহকদের সাথে দুর ব্যবহার, সংস্থার কর্মীদের বেতন প্রতি মাসে সময়মতো না দেওয়া সহ নানান অভিযোগ রয়েছে সাই কম্পিউটার লিমিটেডের বিরুদ্ধে। এমতাবস্থায় সাই কম্পিউটার লিমিটেডের নিজস্ব মারুতি ভ্যান গাড়িটি নিয়ে সংস্থার কর্মীরা কৈলাসহরের চিনিবাগান গ্রামের দেববর্মা পাড়ায় গিয়ে বিদ্যুৎ সারাই করে ফেরার পথে চলন্ত মারুতি ভ্যান গাড়িটি দেববর্মা পাড়ায় রাস্তার উপর থেকে উল্টে গিয়ে রাস্তার নীচে বীরদা দেববর্মার বাড়ির উপর পড়ে যায়। সেসময় ঘরের ভিতরে বীরদা দেববর্মার ১৬বছরের ছেলে সুমন দেববর্মা ছিলো। গাড়িটি উল্টে বীরদা দেববর্মার মাটির ওয়ালের ঘরের উপর পড়লে ঘরের একদিকের সম্পুর্ন ওয়াল সহ দরজা জ্বানালা সহ ঘরের বেশকিছু আসবাবপত্র ভেংগে যায়। এবং মাটির ওয়ালের চাপে সুমন দেববর্মা গুরুতর জখমও হয়েছে।

সেইসাথে গাড়িতে থাকা গাড়ির চালক এবং এক লাইন ম্যানও আহত হয়েছে। ঘটনার পর বিদ্যুৎ পরিসেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডের পক্ষ বাড়ির মালিক দিনমজুর বীরদা দেববর্মার সাথে তালবাহানা করেই চলছে বলে নিজেই জানান বীরদা দেববর্মা। তিনি জানান যে, গত পঁচিশ ডিসেম্বর বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছিলো। ঘটনা ঘটার সময় বীরদা দেববর্মা নিজ বাড়িতে ছিলেন না। এবং বীরদা দেববর্মার স্ত্রী পাশের বাড়িতে ছিলেন। ঘরে শুধু ১৬বছরের ছেলেই ছিলো। ঘটনার পর সুমন দেববর্মাকে উদ্ধার করে গ্রামবাসীরা ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। কাজ শেষে বিকেলে বাড়ি ফেরার পর এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন বীরদা দেববর্মা। ঘটনা ঘটার পর সাই কম্পিউটার লিমিটেডের পক্ষ থেকে বীরদা দেববর্মাকে প্রথমে দশ হাজার পরবর্তী সময়ে পঁচিশ হাজার টাকা দেবার কথা বললেও আদতেই ঘটনা ঘটার পর প্রায় তিন দিন হতে চললেও সাই কম্পিউটার লিমিটেডের পক্ষ থেকে বীরদা দেববর্মার ঘর সংস্কার কিংবা নির্মান করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি এবং আহত বীরদা দেববর্মার ছেলের চিকিৎসারও ব্যাপারে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি বলে সাতাশ ডিসেম্বর শুক্রবার দুপুরে জানিয়েছেন বীরদা দেববর্মা। অথচ গাড়িটি উদ্ধার করে আনার জন্য কৈলাসহর থানার পুলিশ দুই দিন গিয়েছিলো। তবে, পুলিশ গাড়িটি আনতে গেলেও বীরদা দেববর্মা সহ গ্রামবাসীরা গাড়িটি উদ্ধার করে আনতে দিচ্ছেনা। যতক্ষন অব্দি চিকিৎসার ব্যাপারে এবং বাড়িটি সংস্কার কিংবা নির্মান করার জন্য টাকা পয়সা দেওয়া হবে না ততোক্ষণ অব্দি গ্রামবাসীরা গাড়িটিকে উদ্ধার করে আনতে দেবে না বলে বীরদা দেববর্মা জানিয়েছেন।

গাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর: গাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত হয়েছে এক যুবক। ওই ঘটনায় মেলাঘর ইন্দিরানগর ৮ নম্বর ওয়ার্ডে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ মেলাঘর ইন্দিরানগর ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ফারুক হোসেন সেগুন গাছের ঢাল পরিষ্কার করার জন্য গাছে উঠেছিল। গাছের একটি ডাল গাছের উপরে ১১০০০ বিদ্যুৎ তারে সংস্পর্শ হয়। ওই সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সাথে সাথে এলাকাবাসীরা তাকে উদ্ধার করে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে।

একদিনে ১৮০ কেজি গাঁজা গাছ ধ্বংস করলো মেলাঘর ও বিশালগড় থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর : তৈবান্দাল চন্ডীবান জলাশয়ের পাশে সরকারি ভূমিতে গড়ে ওঠা বিশাল গাঁজা বাগান ধ্বংস করলো মেলাঘর থানার পুলিশ। শুক্রবার সকালে শেষ পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের স্পিড বোর্ড এর সাহায্যে নিয়ে গাজা বাগান গুলো ধ্বংস করে পুলিশ।

তৈবান্দাল চন্ডীবান জলাশয়ের পাশে সরকারি ভূমিতে গড়ে উঠেছিল বিশাল গাঁজা বাগান। এই গোপন সংবাদ পেয়ে শুক্রবার সকালে শেষ পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের স্পিড বোর্ড এর সাহায্য নিয়ে বিশাল গাঁজা বাগান ধ্বংস করল মেলাঘর থানার পুলিশ। এই যৌথ অভিযানে ছিল মেলাঘর থানার পুলিশের পাশাপাশি টিএসআর, সিআরপিএফ এবং মেলাঘর ফায়ার সার্ভিস। শুক্রবার সকাল থেকে বিকেল অবধি অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন প্লটে ৮০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। এদিনের অভিযানে নেতৃত্ব দেন মেলাঘর থানার ওসি দেবাশীষ সাহা। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে সাফল্য পেয়েছে বিশালগড় থানার পুলিশ। বংশীবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে যৌথ বাহিনী। এদিন প্রায় ৯৬ হাজার গাঁজা গাছ নষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে সরলারি জায়গায় দখল করে বংশীবাড়ি এলাকায় গাঁজা চাষ করা হচ্ছে। ওই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ, টিএসআর সহ অন্যান্য বাহিনীর অভিযানে প্রায় ৯৬ হাজার গাঁজা গাছ নষ্ট করা হয়েছে। আগামীদিনেও এরকম অভিযান জারি থাকবে বলে জানান তিনি।

৮০ তম জনশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর: সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য দপ্তর দশরথ দেব স্মৃতি ভবনে ৮০তম জনশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে। এদিন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা নেতৃত্বদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন প্রাক্তন সাংসদ নারায়ণ কর, পবিত্র কর সহ অন্যান্য নেতৃতরা।

পাশাপাশি এদিন জিএমপি, টিওয়াইএফ, টিএসইউ কৃষ্ণনগর লোকাল কমিটির উদ্যোগে আগরতলা কর্নেল চৌমুহনি এলাকায় ৮০ তম জনশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিএমপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রাক্তন মন্ত্রী নরেশচন্দ্র জমাতিয়া, সিপিএম নেতা অমল চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

৮০তম জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে নারায়ণ কর বলেন, রাজ্যের শিক্ষা আন্দোলন, বিশেষ করে উপজাতি সমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের বিশেষ যোগদানকারী জনশিক্ষা সমিতি গঠন করা হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে জনজাতিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসসানের জন্য রাজ্যে জনশিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে গণমুক্তি পরিষদ এবং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

এদিন তিনি আরও বলেন, শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি বিকশিত হতে পারে না। তৎকালীন সময়ে জনজাতিদের মৌলিক অধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আন্দোলনকারীদের বাধা দিতে তাদের উপর নির্যাতন এবং গ্রেফতার করেছিল রাজন্য শাসন। এর বিরুদ্ধেই উপজাতি সমাজ ক্ষেপে উঠেছিল। বর্তমানেও বিজেপি সরকার শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের হাতে তুলে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে জনগণকে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

নাবালিকার অপহরণকারীকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবীতে থানা ঘেরাও রাষ্ট্রীয় হিন্দু সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর: নাবালিকার অপহরণকারীকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবীতে আজ বিকেলে কৈলাসহরের মহিলা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন রাষ্ট্রীয় হিন্দু সংগঠনের সদস্যরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঊনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি শ্যামল সরকার বলেন, গতকাল ২৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে কৈলাসহরের কামারকান্দি এলাকার মিতেই মনিপুরি সম্প্রদায়ের এক নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় কৈলাসহরের মাগুরুলী গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সাইফুর রহমান। পরবর্তী সময়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নাবালিকার বাবা কৈলাসহর মহিলা থানায় সাইফুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা করে। পুলিশ রাতেই মামলাটি দায়ের করে তদন্তে নেমে পড়েছিল। গতকাল গভীর রাতে কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ মাগুরুলী গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষ সহ ইরানি থানার পুলিশের সাহায্য নিয়ে নাবালিকাকে উদ্ধার করে। যদিও অভিযুক্ত যুবক সাইফুর রহমানকে উদ্ধার কিংবা গ্রেফতার করতে পারে নি পুলিশ। তাই, অপহরণকারীকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবীতে মহিলা থানা ঘেরাও করে রাষ্ট্রীয় হিন্দু সংগঠনের সদস্যরা। পুলিশের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, অপহরণকারীকে গ্রেফতার করা হবে। এই আশ্বাস পাবার পর ঘেরাও মুক্ত করে ঘেরাওকারীরা। তবে, শ্যামল সরকার আরও বলেন যে, সাম্প্রতিক কালে কৈলাসহরে এমন ঘটনা আরও কয়েকটি ঘটেছে। এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে তারজন্য কৈলাসহরের আপামর মানুষের কাছে আহবান রাখেন এব্যাপারে কৈলাসহর মহিলা থানার ওসি রিপিতা ভট্টাচার্য্য বলেন, কামারকান্দি এলাকার নাবালিকাকে অপহরণ করা হলেও সাইফুর রহমানের সাথে নাবালিকার প্রনয় সম্পর্ক ছিলো। তবে, কি কারনে নাবালিকাকে অপহরণ করা হয়েছে সে বিষয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।

শহীদ বীরবালক দিবসকে সামনে রেখে শহরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর: শহীদ বীর বালক দিবসকে সামনে রেখে আজ ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি এবং বড়জলা মন্ডলের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। এদিন এই শোভাযাত্রাটি চানমারি স্কুলের সামনে থেকে চানমারি স্থিত গুরুদুয়ারে গিয়ে শেষ হয়েছে।

এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বড়জলা এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ দিলীপ দাস, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিমি মজুমদার এবং বড়জলা মণ্ডল সভাপতি রাজিব সাহা সহ অন্যান্যরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ দিলীপ দাস বলেন, শিখদের দশম গুরু গোবিন্দ সিংয়ের পাঁচ এবং আট বছর বয়সি সন্তানদের শহিদ হওয়ার স্মরণে, ২৬ ডিসেম্বর 'বীর বাল দিবস পালন করা হচ্ছে। কেন্দ্র সরকার এই বছরের ৯ জানুয়ারি ঘোষণা করে এই দিনটির কথা।

তিনি আরও বলেন, জোরওয়ার সিং এবং ফতেহ সিং মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে বীরের মতো শহীদ হয়েছিলেন। তাদের স্মরণে এই বীর বাল দিবস উদযাপন করে রাজ্য বিজেপি দল।

মুঙ্গিয়াকমি আর ডি ব্লকের অধীন ত্রিপুরা বস্তি সহ ৪৫ মাইল এলাকা পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকমি আর ডি ব্লকের অধীন ত্রিপুরা বস্তি সহ ৪৫ মাইল এলাকা পরিদর্শন করলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এদিন তিনি এলাকাটি পরিদর্শন করে স্থানীয়দের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ পানীয় জলের সু-বন্দোবস্ত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা মুঙ্গিয়াকমি আর ডি ব্লকের অধীন আঠারোমুড়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ত্রিপুরা বস্তি সহ ৪৫ মাইল এলাকা দুটিতে বসবাসকারী জনজাতিরা দুর্বিসহ যন্ত্রণার মধ্যে বসবাস করছেন। অনাদিকাল থেকে বনের লতাপাতা কিংবা জুম চাষ ও মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করে সংসারের ভরণপোষণ জোটাতেগিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। বিশেষ করে ওই এলাকার বসবাসকারী একাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আজ ও পিছিয়ে।

আঠারো মুড়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ত্রিপুরা বস্তি মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের পিছিয়ে পড়া আরেকটি জনবসতি এলাকা। ওই এলাকায় নিত্যদিনের সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে বিশুদ্ধ পানীয় জল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সহ বেশ কয়েকটি সমস্যা নিয়ে নিত্যদিন সংগ্রাম চালাতে হয় এলাকায় বসবাসকারী জনজাতিদের।

শুক্রবার মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ত্রিপুরা বস্তির বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে এলাকাটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনদের সাথে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। আজ তিনি মার্কেট স্টল নির্মাণের জায়গা পরিদর্শন করেন। এবং মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য আর্থিকভাবে সাহায্য করা হবে বলে জানান। বিগত কিছুদিন পূর্বে এই এলাকায় পরিদর্শনকালে তিনি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিকভাবে সাহায্য করেছিলেন। উনার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে ওই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারছেন। এদিন মন্ত্রীর কাছে এই কথাও তুলে ধরেন এলাকাবাসী।

অটলবিহারী বাজপেয়ির জীবনীর উপর প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৭ ডিসেম্বর: বিজেপি খোয়াই জেলা কার্য্যালয়ে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ির উপর এক প্রদর্শনী আয়োজিত হয় শুক্রবার। শুক্রবার বিজেপি খোয়াই জেলা কার্য্যালয়ে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর উপর এক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। প্রদর্শনীর ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন বিজেপি ত্রিপুরার প্রদেশ সম্পাদক অমিত রক্ষিত।

এদিন ত্রিপুরা প্রদেশ সম্পাদক অমিত রক্ষিত ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপি খোয়াই জেলার সভাপতি তথা বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিজেপি খোয়াই জেলার সাধারণ সম্পাদক সমীর কুমার দাস, বিজেপি খোয়াই মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ নাগ, বিজেপি নেতৃত্ব রঞ্জন দাস সহ অন্যান্যরা।

এদিন পরবর্তীতে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজিত হয়। এদিন এছাড়াও খোয়াইতে বেশ কয়েকটি কর্মসূচিতে যোগ দেন বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সম্পাদক অমিত রক্ষিত।

বাতা ধলা গ্রামে, শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৭ ডিসেম্বর : সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত, বাতাধলা এলাকাবাসীর উদ্যোগে পাঁচ দিন ব্যাপী নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠান চলছে। প্রতিবছরের ন্যায় এই বছর ও শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম সংকীর্তন উৎসব অনুষ্ঠান। গতকাল ৯ ই পৌষ,সন্ধ্যা অধিবাস ও গঙ্গা আনয়ন মাধ্যমে অর্থাৎ ১০ এ পৌষ ভোর পাঁচ ঘটিকায়,অরুণ উদয় হতে নাম যজ্ঞ অনুষ্ঠানের শুভ আরম্ভ। রাজ্যের বিখ্যাত কীর্তনীয়া দল দ্বারা পরিচালিত উৎসব। ১৪ই পৌষ রাত বারোটার পর নীলা কীর্তন অনুষ্ঠিত হবে গুরুশিষ্য এবং রাধাকৃষ্ণ সাম্প্রদায়ের যৌথ উদ্যোগে।

১৯৮৭ সাল থেকে বাতাধলা গ্রামের কীর্তন শুরু হয় হাতে গোনা ৮-১০ লোক কমিটি বানিয়ে। এই বৎসর নিয়ে ৩৭ বছরের পদার্পণ করেছে, বাতাধলা গ্রামের উৎসব। জাতি উপজাতি সকল ধর্মের লোকজন উক্ত অনুষ্ঠানেগাসান। উৎসব কমিটির সেক্রেটারী নেপাল সরকার উনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে জানান, দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে আমরা কীর্তন করে আসছি, গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধান চাউল অর্ঘ বিভিন্ন অনুদানের মাধ্যমে অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে পরিচালনা করছি। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে উৎসবে আনন্দ উপভোগ করার জন্য কমিটির পক্ষ থেকে বিনম্র আবেদন রইল। উৎসব যেন মিলন মেলার মেলবন্ধনের শৃঙ্খলা বদ্ধভাবে ঐক্যের মাধ্যমে আমরা কীর্তন করে আসছি। এটা হচ্ছে আমাদের ঐতিহ্য, ইতিহাসের মেলবন্ধন, আরে এসব মেলায় পরিণত হয়েছে বিভিন্ন দোকানিরা দূর দুরান্ত থেকে পসরা সাজিয়ে বসে আছি পাঁচ দিন মেলায় উৎসবে আনন্দ উপভোগ করবে বেচাকিনি হবে। ১৩ই পৌষ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। ১৪ ই পৌষ রোজ বুধবার নগর কীর্তন এর মাধ্যমে সমাপ্তি হবে বাতা দোলা নাম যজ্ঞ অনুষ্ঠান।

রামনগরের প্রাক্তন বিধায়ক সুরজিত দত্তের প্রথম প্রয়াণবার্ষিকী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর : রামনগরের প্রাক্তন বিধায়ক সুরজিত দত্তের প্রথম প্রয়াণবার্ষিকী শুক্রবার নানা অনুষ্ঠানে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় পালিত হয়েছে। রামনগরের জননেতা সুরজিৎ দত্তের আজ প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকী। আজকের দিনটি সারা রামনগরে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করছে রামনগর মন্ডল। সকাল থেকে বিভিন্ন বুথে বুথে ওনার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে শুরু হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান।

রামনগর মন্ডল অফিসে উনার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন রামনগর এলাকার বিধায়ক দীপক মজুমদার।তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর স্নিগ্ধা দাস দেব,মন্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য্য , প্রাক্তন সভাপতি তাপস কুমার দেব সহ অন্যান্যরা। ২০২৩ সালের ২৭শে ডিসেম্বর প্রয়াত হয়েছিলেন রামনগরের জনপ্রিয় বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত।

প্রবীণ বিজেপি নেতা, সাতবারের বিধায়ক এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী, সুরজিৎ দত্ত দীর্ঘদিন ধরে কিডনিজনিত রোগে ভোগার পরে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়ে ছিল সত্তর।

পাঞ্জাবে খাদে পড়ল বাস, মৃত ৮

পাঞ্জাব, ২৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : পঞ্জাবের ভাটিন্ডারে দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে আট জনের। বেশ কয়েকজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লাগাতার বৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা উচু সেতু থেকে খাদে পড়ে বাসটি।

স্থানীয় প্রশাসনের মতে, টানা বৃষ্টির কারণে পিচ্ছিল ছিল রাস্তা। শুক্রবার সকালে টালওয়ান্ডি সাবো থেকে বঠিন্ডায় ৪৫ জন প্যাসেঞ্জর নিয়ে বাসটি যাচ্ছিল। ভাটিন্ডারের সেতুতে ওঠার পর আচমকাই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। সেতুতে কোনওরকম রেলিং না থাকায় সোজা বাসটি নীচে গিয়ে পড়ে। পুলিশের মতে ৮ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছে বহু। গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে স্থানীয় হাসপাতালে।

স্থানীয়দের অভিযোগ ওই সেতুতে দীর্ঘদিন ধরে রেলিং নেই। ফলে এর আগেও বহুবার দুর্ঘটনা ঘটেছে। তারপরেও স্থানীয় প্রশাসনের টনক নরেনি। এবার এই ভবাহয় দুর্ঘটনায় কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে তারই দিকে তাকিয়ে স্থানীয়রা।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।